শ্রীশ্রীনিত্যপদলহরী

হরিপদানন্দ অবধূত

রচিত

মূল্য ।৵০ আনা।

প্রকাশক—গ্রন্থকার
"মহানির্ব্বাণ মঠ"
মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা।



প্রিণ্টার—শ্রীবিহারীলাল নাথ
"এমারেল্‌ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌"
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, কলিকাতা।

ভূমিকা।

জগদ্‌গুরু পরমারাধ্য যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব মহারাজের সম্বন্ধে পদাবলী রচনা করিতে যাইয়া তাঁহাকে কোথাও শ্রীকৃষ্ণ রূপে, কোথাও শ্রীরাধা রূপে, কোথাও বা শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে বর্ণনা করিয়াছি। মদীয় পরমার্থভ্রাতৃবৃন্দের নিকটে জোড় করে এই কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। যেহেতু তাঁহাদের অনেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরকে শ্রীকালীরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মা মা বলিয়া ডাকিয়াছেন, তুমি, তুই করিয়া কথা কহিয়াছেন, প্রত্যক্ষ বক্ষে স্তন হইতে দুধ পান করিয়া শ্রীনিত্যগোপালকে আদ্যাশক্তি জগজ্জননী বলিয়া জানিয়াছেন। এরূপ ভক্তের দৃষ্টান্ত নবদ্বীপ ও হুগলি লীলা কালে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কোন ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরকে শ্রীশিব দর্শন করিয়া ভাবাবেশে মত্ত হইয়াছেন। সেই অবধূত দেবকে সাক্ষাৎ জটাজুটধারী শ্বেতকায় আকর্ণ-বিস্তৃত লোচন শিব দর্শন করিয়াছেন। কেহ সেই শ্রীশ্রীনিত্যগোপালকে শ্রীদুর্গারূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কেহ অর্দ্ধনারীশ্বর রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কেহ বা অপরাপর নানা দিব্যরূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সেই সকল ভক্তগণের মধ্যে এককালেই যুগপৎ বিশেষ বিশেষ রূপে দর্শন পাইয়াছেন কখন বা কোন ভক্ত একাকীই দর্শন করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের দর্শনই সত্যরূপে শিরোধার্য্য করিতেছি। যেহেতু নরাকার পরব্রহ্ম অবধূতরাজই সর্ব্বরূপ।

এই নিত্যপদলহরীতে শ্রীনিত্যগোপালকে রাধারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে, কোথাও বা শ্রীকৃষ্ণরূপে তাঁহার বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ সকল স্থলেই শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের পুরুষ ভক্তগণকে তাঁহার সখীরূপে কল্পনা করিয়া বিবিধ পদ রচিত হইয়াছে। খট্টার উপরে শ্রীনিত্যগোপাল আসীন। চারিদিকে ভক্তগণ কীর্ত্তনানন্দ করিতেছেন, কভু বা ভক্তসঙ্গে নৃত্যরঙ্গে মাতিতেছেন। দুনয়নে ধারা বহিতেছে অঙ্গে পুলককদম্বরাজি। দিব্য গৌরাঙ্গসুন্দর অঙ্গে লাবণ্যের জ্যোতি। কখন বা খট্টার উপরে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলাসঙ্গীত শুনিতেছেন। ভাবে ঢল ঢল—সমাধিস্থ হইতেছেন। দুনয়নে অবিরল ধারায় গঙ্গা যমুনার ধারা প্রবাহিত। শ্রীমূর্ত্তিতে কৃষ্ণপ্রেমের জোয়ার বহিয়া যাইতেছে। গান হইতে হইতে নিশি প্রভাত হইল। শ্রীশ্রীনিত্যদেব সমাধিস্থ। আবার বাহ্য দশা হইতেছে। আবার সঙ্গীত। শেষ কুঞ্জভঙ্গ গান গীত হইল। তৎপর 'সোঙর নব গৌরচন্দ্র' ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। এইরূপ একরাত্রি নয়। রাত্রির পর রাত্রি চলিয়া যাইতেছে। আবার সকাল বেলা নয়টা দশটার সময় ঠাকুরঘর খোলা হইল। আবার গীত আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীদেব সমাধিস্থ হইলেন। সেই মহাভাব, সেই অপূর্ব্ব প্রেমানন্দ মেলা। হায়! সেই সব দিনের ছবিখানি মনে হইল সেই রাধাভিমানিনী শ্রীনিত্যগোপালের মুখখানি মনে পড়িলে, সত্য সত্যই মনে হয় স্বীয় কান্তার কান্তি অঙ্গীকার করিয়াই আবার এক অজান মানুষ নয়চক্রের অন্তর্ভূত

হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল রচিত গ্রন্থ এবং কবিতামালায় উচ্ছ্বাসময়ী ভাষায় এই রাধাভিমানিনী নিত্যদেবেতার ভাব বর্ণিত আছে—

"সে ভাব রাধার ভাব সে ভাব কেমনে পাব
সে ভাব পেয়েছে শুধু শ্রীশচীনন্দন॥" নিত্যধর্ম্ম পত্রিকা।

"কবে কৃষ্ণময়ী হব কৃষ্ণবিলাসিনী,
কবে আদরিণী হব কৃষ্ণ আমোদিনী,
কবে কৃষ্ণ আহ্লাদিনী, হব কৃষ্ণ বিনোদিনী,
মোহিত এ মন কৃষ্ণে করি দরশন!
(কৃষ্ণ মম প্রাণপতি চিত্ত বিনোদন!)" নিত্যগীতি।

মাথুর বিরহ প্রসঙ্গে এইরূপে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল কাঁদিয়াছেন—

"আমার সে প্রাণনাথ, আমি যে তাহার,
আমি ভালবাসি তারে, সে ভালবাসে আমারে,
সে বিনা সজনি আর কে আছে আমার॥"
"যাবার সময় বলে নাই আর আসিবে না,
তা যদি বলিত সই যেতে তারে দিতাম না।
লুকায়ে হৃদয়ে তারে, থুইতাম লো অন্তরে,
কিম্বা রাখিতাম তারে অঞ্জন করি নয়নে।
তা হ'লে নীলরতনে কেহ নিয়ে যেতে পেত না॥"

এই রাধাভিমানিনী নিত্যগোপালের পুরুষ ভক্তবৃন্দকে তাঁহার সখীরূপে কল্পনা করিয়া বিবিধ পদ রচনা করিয়াছি।

পরন্তু অপর এক শ্রেণীর পদাবলী দৃষ্ট হইবে। সেই সেই স্থলে শ্রীনিত্যগোপালকে নবকিশোর নটবররূপে কল্পনা করা হইয়াছে এবং পুরুষ ভক্তবৃন্দকে সখীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। শ্রীনিত্যগোপালকে নিত্যকিশোর রূপে এবং তাঁহার পুরুষ ভক্তবৃন্দকে নিত্যকিশোরী রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ঐ নিত্যকিশোরী-বৃন্দকে আবার পরকীয়া রূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের ভক্তগণের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে নিজ স্ত্রীকে ভাঁড়াইয়া, বাটীর পরিজনকে ভাঁড়াইয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ঐ ভক্তের পক্ষে ঐ স্ত্রী আয়ানরূপী এবং পরিজনবর্গই জটিলা কুটিলা ননদিনী সদৃশ। এই ভাবেও অনেক পদ কল্পনা করা হইয়াছে। নারী, যুবতী, কুলবতী প্রভৃতি শব্দ সকল ঐ পুরুষ ভক্তগণের পক্ষেই কল্পনা করা হইয়াছে। অনেক পুরুষ ভক্ত গোপনে রাত্রিযোগে শ্রীনিত্য দর্শনে যাইতেন। তাঁহাদিগকে অভিসারিকা রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। কোন স্থলে নব অনুরাগীকে নবীনা নাতিনীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। কোন স্থলে সখীরূপে কল্পিত পুরুষ ভক্তগণের সহিত দিব্যবিহার, রাসাদি বর্ণিত হইয়াছে। কোন স্থলে ঐ ভক্তকে সখীরূপে কল্পনা করিয়া রসোদ্গার প্রভৃতি পদও কল্পনা করা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে শ্রীনিত্যগোপালের সহিত দিব্য গৌরাঙ্গী কিশোরীর মূর্ত্তি স্পষ্টই কল্পনায় আসিয়াছে। ঐ কাল্পনিক চিত্রাবলম্বনেও কোন কোন পদ রচিত হইয়াছে।

ঘেরণ্ড সংহিতায় লয় সিদ্ধিযোগ সমাধির ধ্যানে পরমাত্মার সহিত

বিহার চিন্তা লিখিত আছে। ঐ বিহারাত্মক মধুর ভাবের পদাবলী সকল কল্পিত হইয়াছে। তাহা কখন শ্রীনিত্যগোপাল রূপে এবং কখন বা শ্রীকৃষ্ণরূপে এবং নিত্য ভক্তকে তদীয় শক্তিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষে অর্থাৎ যে স্থলে নিত্যগোপালের সহিত ভাব বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ দুই এক স্থলে প্রকৃতিভাবাপন্ন পুরুষ ভক্তের উক্তি কল্পনা করা হইয়াছে।

শ্রীনিত্যগোপালদেবের রাধাভাবে বিবিধ উক্তি রচনা কালে এরূপ অনেক পদ আছে যাহাতে 'মরমী ভক্ত' প্রভৃতি কথা ও পদ আছে। শ্রীনিত্য ভক্ত মাত্রকেই ঐ মরমী ভক্ত শব্দদ্বারা বুঝিতে হইবে এবং অপরাপর বর্ণনা সমস্তই কল্পনা পূর্ব্বক রচিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যগোপাল দেবকে কোথাও কৃষ্ণরূপে, কোথাও রাধারূপে, কোথাও বা গৌরাঙ্গ-রূপে ভাবনা করিয়া পদ সকল কল্পনা করিয়াছি। তাঁহার গম্ভীরা লীলার অনুরূপ পদও কল্পনা করিয়াছি। বস্তুতঃ পক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের গম্ভীরা লীলার ন্যায় লীলা কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের গোপী লইয়া লীলার ন্যায় লীলা শ্রীনিত্যগোপাল দেব করেন নাই। সমস্তই আমি আমার কল্পনানুযায়ী রচনা করিয়াছি। যে যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমজ্জ্ঞানানন্দ অবধূতদেব প্রেমজ সর্ব্ব ভাব মহাভাবের নিধান হইয়াও ঐ সকলের বিকাশের বিশেষ কারণ ব্যতীত প্রায় সর্ব্বদাই সুশান্ত ভাবে থাকিতেন তাঁহার বিষয়ে গম্ভীরায় রাধাভাবাপন্ন মহাপ্রভুর উন্মাদ লীলার চিত্র অঙ্কন এবং যে অবধূতদেব আকুমার উজ্জ্বল বৈরাগ্য জীবন যাপন করিয়া

তাহার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন তাঁহার বিষয়ে প্রত্যক্ষ-ভাবে কাহারো সহিত মধুর ভাবাত্মক লীলা সম্ভাবনা করাও তত্তৎবিষয়ক ধ্যানপ্রিয় মনের কল্পনা বিস্তার মাত্র।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থ প্রণয়ন ও মুদ্রণ বিষয়ে আমার পরমার্থ-ভ্রাতৃবৃন্দ বিশেষ উৎসাহ দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পাবনার সহৃদয় জমিদার কায়স্থকুলতিলক শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র রায় মহাশয় এই গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যয় সাহায্য করায় গ্রন্থ প্রকাশে সমর্থ হইয়াছি। এ জন্য তাঁহাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের শ্রীপাদপদ্মে শত কোটী প্রণাম। শ্রীশ্রীনিত্যভক্তবৃন্দের শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত।

মহানির্ব্বাণ মঠ, কালীঘাট।
পৌষ, ১৩২৪

নিত্যপদাশ্রিত—
হরিপদানন্দ অবধূত।

শ্রীশ্রীনিত্যপদলহরী

—

প্রথম পর্য্যায়

এই পর্য্যায়ে শ্রীনিত্যগোপালদেবকে রাধা রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এজন্য নিত্যরাধা নামে বহুস্থলে শ্রীনিত্যগোপালদেবকে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার পুরুষ ভক্তগণকে মরমীসখীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

শ্রীনিত্যগোপালের রাধারূপে বর্ণনা

নিত্যরাধা।

নিত্যগোপাল রাধা ভেল।
পঙ্কজ নয়নী বালা হেমাঙ্গিনী
গৌর গৌরী ভৈ গেল॥
কিয়ে সো লহু লহু হাস।
চন্দ্র ভানু কোটী জিনিয়া সো ভাতি
বদন করত পরকাশ॥
গণ্ডহি ঝলমল শ্রবণকী কুণ্ডল
মণিময় সিঁথার সাজ।
কুঞ্চিত কেশকী মোহন ছাদনে
বেঢ়ল কপোলকী মাঝ॥
সুন্দরী কিশোরী চাহে ঢল ঢল
ভ্রু কামশরাসন মানু।
মদনমোহন মোহিনী হেরইতে
মুরছিল লাজে অতনু॥
অধরকি পাশ মৃদু মৃদু হাস
চন্দ্রবদন ভরি ভাতি।
শ্যামর চন্দকী চকোরী যৈছন
ঐছন রাইক আরতি॥

নাসাক নোলক ঘন ঘন দুলইতে
কানুক চিত দোল ভেল।
রতনক বলয় কঙ্কণ আভরণ
অঙ্গ হি অঙ্গ ভরি দেল॥
প্রফুল্লকুসুমে মালা রচইল
অঙ্গ ভরিল ফুলমালে।
শ্যাম মন মৃগী ধারণ লাগিয়ে
বিহি রচল ইহ জালে॥
কণ্ঠকী হারহি মোতিম অনুপম
কুচযুগ বেঢ়ন দেল।
কনক গিরি সম, উচ হি কুচ যুগ,
হার গঙ্গা ধারা ভেল॥
সো গিরি হেরইতে কানুক লোভ চিতে
ধারণ লাগি মন আশ।
গঙ্গাধারা হেরি সিনান লাগিয়ে
বহুত করত অভিলাষ॥
নীল বসনে কিবা অঙ্গ আগোরল
কিয়ে শোভা যাঁও বলিহারী।
হেম অচল জনু থির জলদ জালে
বেঢ়ল অঙ্গ বিথারি॥
নাভী গভীর তাহে, রোম আবলী শোহে,
গিরি ত্যজে যৈছন ফণি।

কুচক গিরি ত্যজি, নাভি বিবরে ফণি,
প্রবেশয়ে এ অনুমানি ॥
ত্রিবলীক বন্ধনে, ক্ষীণ কটী মেনে,
চলইতে হেলে মধুর ।
জঘন গুরুয়া তাহে, কানুক মন মাহে,
লালস বাঢ় প্রচুর ॥
রাম রম্ভা তরু জিনিয়া তুহুঁ উরু
কানুক উরু কাম সেজ ।
চরণকী কমল রঞ্জিত যাবকে
পদনখে চন্দ্রকী তেজ ॥
নূপুর রুনুঝুনু বোল ত সুমধুর
শ্যামক শ্রবণ বিলাস ।
এ ভব হাটমে মূল নাহি লাগব
কানু কিনু আনি পাশ ॥ ১ ॥

থির বিজুরী খেলি যায় ।
নিত্যগোপাল ধনে, কিবা করি দরশনে,
রাধা ভাবে তনু ভায় ॥
অঙ্গের লাবণি শতেক চাঁদ জিনি,
শ্যামদরশ আশে ভোর ।
হাঁসই হেলই, বসনকী ঝাঁপই,
খেলত নীল আঁচর ॥

হেমক প্রতিমা, নীলবসনে ঘেরি
আনল ধরণীক মাঝ।
কুসুমকী মালে, অঙ্গ আগোরিয়া
করি দেল মোহন সাজ ॥
এ রূপ দরশনে, শ্যাম নব ঘন
আপনি আসি মিলি যাত।
মেঘ বিজুরী খেলা, সো অপরূপ মেলা,
দুহু হোই গেল একসাথ ॥
নিত্যরাধা ঢাকি কানু তনু রাখে
ঐছন রাধাকী প্রেম।
নিত্যগোপাল ভেল রাধাশ্যামে মিলি
শ্যামমণি ঢাকে হেম ॥ ২ ॥

সখি, এমন মধুর নাম।
কে মোরে শুনাল শুনিয়ে জপিনু
দিবানিশি শ্যাম শ্যাম ॥
কহিতে কহিতে নিত্যগোপাল
ভেল সমাধি মগন।
আনন্দ ধারায় দরদর ধারে
ঝরিতেছে দুনয়ন ॥

বাহ্য দশা পাই সখীরে চাহিয়া
রাধা ভাবে কহে বাণী।
সখিরে কোথায় বসে এ মানুষ
তার লাগি কাঁদে প্রাণি॥
অনেক শুনেছি শ্রবণেতে নাম
এমন সে ত না লাগে।
শয়নে স্বপনে সেই শ্যাম নাম
আমার হিয়ায় জাগে॥
কোথায় বসতি কি রূপ তাহার
ভাবিয়া হইনু ভোর।
কি করিব সখি এই না মানুষ
পরাণ হ'রেছে মোর॥
শ্যাম শ্যাম বিনু চিতে নাহি ভায়
কহিতে কহিতে কথা।
কাঁদিয়া আকুল যেন রে অন্তরে
কিবা নিদারুণ ব্যথা॥
মরমী ভকত বুঝিয়া তখনি
শ্যাম মিলনের গান।
গাহিতে নিত্য চাঁদ ভেল তবে
থির সমাধি মগন॥৩॥

কহনা সখি সে কথা।
কোথা মোর শ্যাম সো নবঘন
কাঁদি কহে নিত্যরাধা।
সখীর ধরল হাতে।
চাহিয়া কহয়ে কিসে বা জীয়য়ে
শ্যাম নাই মোর যাতে॥
কিবা কুলশীল, ধরম করম,
হামারে তাহে কি কাজ।
হাম শ্যামধন, বিনে কছু আর
চাহিনা জগত মাঝ॥
আমারে বলুক, যেবা যেই কথা,
তাহে মোর কাজ নাই।
পরাণ রতন সো শ্যামসুন্দর
তারে যদি আমি পাই॥
এ কুলে কি কাজ, পড়ু তায় বাজ
সো শ্যাম হামারি কুল।
জীবন বিকাব, যৌবন ডারিব
শ্যাম সে জীবন মূল॥
কাঁদি কাঁদি কহে নিত্যগোপাল
ভাবেতে বিভোর হৈয়া।
এখনি আমারে সেই শ্যাম চাঁদে,
আনি দেহ মিলাইয়া॥

গৃহে আমি আর, নারি যে রহিতে
পরাণ পাগলী করে।
শ্যামের বদন নয়ন কটাক্ষে
যুবতীধরম হরে॥
শ্যামের হাসনি মধুর চাহনি
ভাবিয়া ঝুরিয়া মরি।
আমারে বাঁচাও, শ্যাম এনে দাও
সখি কিসে প্রাণ ধরি॥
হেনই সময়ে, ভকত বাহিরে
গাহে সুমধুর গান।
শ্যামের মিলন শ্রীবৃন্দাবিপিনে
শুনিয়া হোল মগন॥
দরদর ধারে অশ্রু ঝরয়ে
থির সমাধি ভেল।
ভকত চকোর সে চাঁদ রূপের
সুধাপানে মাতি গেল॥৪॥

কাহে তু রোয়সি ধনি রাধে।
এ হেন বচন কহি, আসি ধরল সখি,
নিত্যগোপাল দুই হাতে॥
শ্যাম শ্যাম করি, ফুকারি ফুকারি,
কাহে তুই হইলি বিকলা।

কুলের বহুরী ধনী, সো শ্যাম গুণমণি,
তাহে তুহুঁ বৃকভানুবালা ॥
শুনিয়া এ সব বাণী, নিত্য কাঁদি কহে বাণী
সকলি বচন সাচা তোর।
কি করিব হাম সখি, নয়নে যেথানে দেখি
সেথায় বঙ্কিম শ্যাম মোর ॥
হৃদয় ক'রেছে চুরি, বল আমি কিবা করি,
উপায় না কিছু দেখি আর।
কেবা মোরে নিয়ে যাবে, শ্যামে মোরে মিলাইবে
নাহি কেহ দুঃখ বুঝিবার ॥
পোড়া কুলে কিবা কাজ কুলেতে পড়ুক বাজ
শ্যামধনে হামারে মিলাও।
কাঁদি কাঁদি নিশি দিবা, জীবন যাইবে কিবা,
কিবা করু শ্যামধনে পাও ॥
কহি কহি এত কথা, সখিরে জানায়ে ব্যথা,
নিত্যচাঁদ দরদর কাঁদে।
আমি আনি দিব শ্যাম, এত কহি শ্যামনাম,
সেহ সখি গাহে মনসাধে ॥
শুনইতে শ্যাম নাম, ভাব ভেল অবিরাম,
সমাধি মগন নিত্য ভেল।
বহে নেত্রে অশ্রুধার, অঙ্গে পুলক সঞ্চার,
সো অঙ্গে আভরণ কেল ॥৫॥

ভাবে ভরল সব অঙ্গ।
নিত্য গোপাল হের শ্যাম নাম শুনি
বাঢ়ল হিয়া মাঝে রঙ্গ ॥
কম্প পুলক ঘন দর দর দুনয়ন
ধারা বরষি ভাসি যায়।
গৌর বরণ ভেল থির অচল জনু
ভাব সমাধি উপজায় ॥
ক্ষণে পাই বাহ্য দশা, নয়নে আনন্দ ভাষা
হেরইতে ভকত বুঝিল।
শ্যাম নামক গানে, লীলা নিকুঞ্জ বনে
সো লীলা গীত গাহিল ॥
ক্ষণে ভাবে মগ্ন হই ক্ষণে বাহ্য দশা পাই
কহে না করিও ঐ নাম ॥
অন্তর জানিয়া সব মরমী ভকত তব
ফুকারি গাহিল শ্যাম নাম ॥
ভাবিনী ভাবে মজি, নিত্যগোপাল আজি
মোহন করল কি লীলা।
চাঁদবদন হেরি ভকত বেরি
গেহ দেহ সব পাশরিলা ॥ ৬ ॥

অনুরাগ।

সখি, শ্যামনগরে কেবা গেল।
হামারে না নিয়া শ্যাম দেখিতে সেহ
হায় হায় একা চলি গেল॥

মন্দভাগিনী বড়ি হাম।
মানুষ যাওত কত শত দরশনে
হামে বাম ভেল শ্যাম॥
যাহ সখি দেখত সো নাহি যাওত
হাম চলব তাকো সাথ।
বাত নাহি করিমু তাক পিছু পিছু যামু
না দিমু তাকো গায় হাত॥
হামারে নিতে তাকো কড়ি লাহি লাগব,
পন্থ হাঁটি যাব আমি।
দিনহি রাতহি ভোজনকী লাগি
কছু নাহি মাগব আমি॥
সো যব চলব হাম তব চলব
দিন রাত চলি যাব।
তপন কি তাপে পন্থকী দাপে
তিষায় জল নাহি চাব॥
নিদ্ নাহি যাওব তিল নাহি শুতব
তাকর করিমু সেবা।

শ্যামনগরকী পহু যো জানত
সো মোর প্রাণের দেবা ॥
নিত্যগোপাল এ বাত কহি কহি
কাঁদি নয়নজলে ভাসে।
ভকত হেরি হেরি রাধাভাবে হরি
আনন্দনীরে তিঁহ ভাসে ॥
বচন কহত তবে শ্যামনগর নামে
গ্রাম বিরাজে গঙ্গা পার।
ভকত আওল ফিরি পুনঃ যাওল
নিত্য নয়নে বহে ধার ॥ ৭ ॥

সখি, তরল বাঁশের বাঁশী
আমারে করিল এমনি পাগলী
পরাণে লাগাল ফাঁসি ॥
এ বাণী কহিয়া নিত্য রাধাভাবে
সখীরে পুছয়ে কথা।
তুমি কি সে জান সেই না শ্যামের
বাঁশীটী থাকয়ে যথা ॥
চোরের হাতেতে সিঁদকাটি রয়
সকল মানুষে কয়।
বসন চোরার সে চিত চোরার
হাতেতে এ বাঁশী রয় ॥

যুবতীর মন গৃহকোণে সেই
এ চোর যে সিঁদ কাটে।
পাঁজর ঢসায়ে যে রতন আছে
সকলি লয় সে লুটে ॥ ৮ ॥

সখি, কদম্ব কাননে ঐ।
শুনত শুনত কার বাঁশী বাজে
কেমনে ঘরেতে রই ॥

শ্যাম রাধা রাধা বলি কাঁদে।
গৃহ কাজে রই যাইতে না পারি
প্রাণ পড়ে যেন ফাঁদে ॥
আমার পথটী চাহিয়া সখিরে
কদম্বতলায় রহে।
সে আমি কেমনে এমনি পাষাণী
রহিলাম বসি গৃহে ॥
আমারি নাগর কাঁদি চলি যাবে
আমি রব কুল নিয়ে।
বজর পড়ুক কুলের মাথায়
আমি শ্যাম ভেটি গিয়ে ॥

কহিতে কহিতে নিত্যগোপালের
দুনয়নে বহে ধারা।
গদ গদ ভাষ উদাস নয়নে
চাহে পাগলের পারা॥
গৌর বরণ গৌরীর ভাবেতে
উজল মধুর অতি।
সখীর করেতে ধরিয়া আবার
কহে করিয়া মিনতি॥
সখিরে আমার বেয়াজ সহে না
এখনি যাইব বনে।
ঐ বাঁশী শোন ঐ ঐ বাজে
চাহে থির নয়নে॥
দর দর ধারা নয়নে গলয়ে
ভাবে ভরা মুখখানি।
ডাগর ডাগর সে দু'টী নয়ন
ফুল্ল কমল মানি॥
ভকত তখন বুঝিয়া-মরম
পদাবলী করে গান।
সে নিত্যগোপাল ভাবিনীর ভাবে
ভেল সমাধিমগন॥ ৯॥

অভিসার।

সখি, শুন বাঁশী বাজত ঐ।
গহন নিকুঞ্জে শ্যামক বাঁশরী
রাধা বলি বাজে সই॥

হাম চলব মন মাঝ।
এবাত কহি কহি নিত্যগোপাল আজু
সখীগণে কহে করু সাজ॥
আমারি অঙ্গে সে নীলাম্বরী সাড়ি
দে সখি পহিরণ করি।
সিঁথার সিন্দুর হামে পরায়ে দিয়ে
অঙ্গে আভরণ ধরি॥
ঐ শোন ঐ শোন রাধা রাধা রাধা
কহিতে সে নিত্যগোপাল।
ভাবে ভরল তনু ঝরে নয়ন দুহুঁ
সমাধি মগন ভৈ গেল॥
বাহ্য দশা পাই শ্যাম দরশে যাই
আকুলি বিকুলি করে।
ভকত হেরিয়া রঙ্গে, গায়ন পরসঙ্গে
বংশীর গীত গান করে॥
শুনাইতে গীত ডুবি গেল চিত
প্রেমরসে ভেল ভোর।

নিত্যরাধা পানে ভকত নেহারই
ঝরই প্রেমে আঁখি লোর॥
অন্তরে বাহিরে বংশীর তান
ঘন ঘন সমাধি মগন।
নিত্য এ লীলা করে ভকত প্রাণ হরে
রাধা বংশীমোহন॥ ১০॥

কিবা অপরূপ হেরি।
নিত্যগোপাল আজু সে ভেল
কি অপরূপ কিশোরী॥
গৌরবরণ উজলিছে ঘন
অঙ্গে মরি নীল বাস।
শ্যামর চন্দকী বদন হেরইতে
অন্তরে বাঢ়ত আশ॥
হামারি হাতমে কাঁদিয়া ধরল
কহত চল সখি যাব।
আজু বৃন্দাবনে শ্যাম নবঘনে
হাম কি এ সখি পাব॥
চাঁদিনী যামিনী হাসত মেদিনী
হামারি পরাণ কাঁদে।

কি করি হাম সোঙরি শ্যামরূপ
এ প্রাণ থির নাহি বাঁধে॥
এ মোর যৌবন হামারি জীবন
শ্যাম বিনে শূন্য ভেল।
এ ধনি সো ধন যাকো না মিলল
তাকো মরিতে ভাল ভেল॥
সাজন সাজায়ে মালাটী পরব
সিঁথাক সিন্দুর দেহ।
শ্যামর চন্দকী মোহন মেলনে
হাম ডারব সখি দেহ॥
বেয়াজ না ক র হাম বচন ধর
তুরিতহি চল সখি চল।
যামিনী জাগিয়া হামারি শ্যামধন
কুঞ্জে ভেল সে বিকল॥
তু নাহি যাওবি হাম সে যাওব
তু বড়ি কঠিনী নারী।
শ্যামকি দরশে নিত্যরাধা আজু
পাগলী ভেল মেরে গোরী॥ ১১॥

সখি কার বা না সাধ করে।
মালিনী হইয়া সেই বনমালী
মিলিতে আদর কোরে॥
মোরে, মালিনী সাজায়ে দে।
শ্যামেরে ভেটিতে বৃন্দার বিপিনে
আমি সখি যাব যে॥
একথা কহিয়া নিত্যগোপাল
আকুলি বিকুলি চায়।
মরমী ভকত মরম বুঝিয়া
হাঁসিয়া কথাটী কয়॥
তা' শুনি নিত্য কহয়ে আমারে
ফুলের মালাটী দিয়ে।
যেখানে যেমন সাজে প্রাণসখি
দে মোরে সাজাইয়ে॥
আমারে ফুলের ডালিটী দে হাতে
ফুল তুলি তুলি নিব।
মল্লিকা মালতী বেল জাতি যুথি
বঁধুরে আদরে দিব॥
আমার বঁধু সে ফুল ভালবাসে
তাই বনে বনমালী।
তাহার মালিনী হব বড় সুখ
সেই মোর শোন্ আলি॥

যেই বনে মোর বঁধু-মালী রয়
সে বনে মালিনী হব।
এঘর ত্নয়ার পোড়ার পড়শী
সকলি তেয়াগি যাব॥
ত্নজনে বিজনে কাননের ফুল
তুলিব নিতুই কত।
পিয়ারে পরাব আমিও পরিব
মালা গাঁথি মনমত॥
পাখীর গানেতে মিশায়ে গাহিব
আমরা ত্নজনে গান।
মালীর মালিনী হইয়া থাকিব
কিছু না চাহিব আন॥
শারদ হিমানি গীরিষ্মি বরষা
একে একে যাবে চলি।
আমরা ত্নজনে রব বৃন্দাবনে
মালিনী সে বনমালী॥
এমনি করিয়া যুগ যুগান্তরে
অনন্ত সে কাল ধরি।
মালিনী হইয়া সে বনমালীর
রব সখি সাধ করি॥
চল সখি চল সে বৃন্দাবিপিনে
শ্যামেরে ভেটিগে আজ।

সহেনা সহেনা আমার আরত্ত
তিলেকের তরে বেয়াজ ॥
মরমী ভকত শুনি এই কথা
গাহে অভিসার গান।
শ্রীনিত্যগোপাল হইল তখন
স্থির সমাধি মগন ॥
দর দর ধারে, ধারা বহি যায়,
দুনয়নে অবিরল।
ভকত হেরিল আনন্দে মাতিল
প্রেমে তনু ঢল ঢল ॥ ১২ ॥

নিত্য রসের খনি।
কহে মোরে আজ সাজায়ে দে সব
ব্রজের নব মালিনী ॥
সেই ভাব সব শ্রীনিত্য অঙ্গেতে
প্রকট হইল আসি।
ভকত যতনে মালা আভরণে
সাজাইল হাঁসি হাঁসি ॥
মাথায় বেড়িয়া মালাটী পরাল
সাড়ি দিয়া অঙ্গ ঢাকে।

ফুলের সাজনে সকল অঙ্গ
সাজায়ে যতনে দেখে॥
মহাভাবিনীর ভাবেতে বিভোর
কহে মোর নিত্যচাঁদ।
চল সখি যাই শ্যামেরে ভেটিতে
আমার পরাণে সাধ॥
কেন সখি আর বেয়াজ করিছ
গগনে উদিল চন্দ্র।
আমার সকলি বিফল সজনি
বিনে সেই শ্যামচন্দ্র॥
তোরা সখী সব আমারি মতন
আজি সাজ মালিনী।
ফুলের ভূষণে ফুলের মালায়
সাজলো সব রঙ্গিনী॥
চল চল সখি বৃন্দাবনে যাই
আজি এ সুখের নিশি।
মালিনী হইয়া মালীরে মিলিব
রহিব দুজনে মিশি॥
একথা শুনিয়া মরমী ভকত
কহে চল সখি যাই।
হেন কথা কহি অভিসার গান
মিলন করিল গাই॥

শুনিতে সে গীত　　সুন্দর গোপাল
　　সমাধিমগন　ভেল।
হেনমতে ভাই　　নিত্যলীলায়
　　প্রেমসিন্ধু উথলিল ॥ ১৩ ॥

মন্দ বহত সখি মলয় পবন।
চন্দ্র উদিত ভেল উজল গগন॥
প্রফুল্লকুসুম আজি কাননে ভেল।
সুমধুর সৌরভে দিক ভাসি গেল॥
কোকিল কুহরত সুমধুর ঘন।
কুঞ্জে কুঞ্জে করে বিহগ কূজন॥
নাচত ময়ুর ময়ুরী অতি রঙ্গে।
ধাওত হরিণ হরিণীগণ সঙ্গে॥
শ্যামসনে সখি কুঞ্জ বিলাসে।
বাঢ়ত এচিতে হামারি সো আশে॥
এ বাত কহইতে গদ গদ ভেল।
ভকত মরমী এক গৃহ মাঝে গেল॥
নিত্যগোপাল তাহে কহে বার বার।
সাজন করু সখি দেহ হামার।
আজু শ্যাম সঙ্গে কুঞ্জকী মাঝ।
মিলব তুরিতহি করু অঙ্গ সাজ॥

শুনইতে হেন বাণী মরম বুঝিল।
রাসক সঙ্গীত ভকত গাহিল।
নিত্যশ্রবণ করি দুনয়ন ঝরে।
তিতিল কলেবর ভূষণ লোরে॥
ভাব সমাধি মহাভাবে ডুবিল।
রাসরসে লীলা অপরূপ কৈল॥ ১৪॥

রাধাভাবে নিত্য কহে।

বাদরের দিনে, চাহি সখীপানে,
দর দর আঁখি বহে॥
ঢালুক আকাশ তার কোলে মেঘে
যতেক আছয়ে জল।
আমরা পিয়ার দরশ লাগিয়া
যাব সখি চল চল॥
ঘনায়ে ঘনায়ে বরষার মেঘ
কররে আঁধার রাতি।
পিয়ার মুখের মধুর হাসিটী
আমার পথের বাতি॥
কড় কড় কড় ওরে মেঘদল
গরজ যে ইচ্ছা রোষে।
আমার বঁধুরে পোড়ার পড়শী
সব সহি যেবা দোষে॥

শ্রাওনের ধারা দরদর ধারে
ঝরুক সারাটী রাতি।
আমার পিয়ার দরশ আশাটী
আমার মাথার ছাতি॥
শ্যামের বরণ মেঘের সখিরে
বজর যে আছে তায়।
পড়ে সে পড়ুক, আমার শ্যামের
ছটাটী লাগিবে গায়॥
মরমী ভকত, এবাত শুনিয়া,
অভিসার গান করে।
রাই মিলে কানু নিত্য মগন
সুসমাধিসিন্ধুনীরে॥ ১৫॥

নিত্য কাঁদিয়া উঠে।
কহে সখি মোরে কহত কি করি
শ্যামের চরণে ফুটে॥
শ্যাম সো গোঠেতে যায়।
সেই না চরণে গোঠের মাটীর
কাঁটা কুটে ফুটে পায়॥
সে না নাগরের যে দু'টী চরণ
কঠিন কুচেতে মোর।

অতি সাবধানে ধীরে ধীরে ধরি
পাছে ব্যথা লাগে তার॥
সেইনা আমার প্রাণের নাগর
কঠিন ভূমেতে চলে।
কেমনে ধৈরয ধরিব এ প্রাণে
হারাইনু বুদ্ধি বলে॥
কেমনে যশোদা এমন ধনেরে
বনেতে পাঠায়ে দেল।
হেরিয়া আমার পরাণ বিদরে
সখি শ্যাম গোঠে গেল॥ ১৬॥

চল সখি, হাম চলব গোঠে আজ।
হেনই কহিয়া বাত সখীর ধরিয়া হাত
কাঁদয়ে না সহে বেয়াজ॥
নিত্য করুণ করি রাধাভাবেতে ভরি
কহে আমি নাহি রব ঘর।
যেথানে কানাই মোর সেই খানে প্রাণ মোর,
আছে পড়ে বিলম্ব না কর॥
এতেক বচন কহি কাঁদয়ে রহি রহি
ক্ষণে ভেল সমাধিমগন।

অন্তর গর গর শ্যাম প্রেমে ভোর
দরদর ঝরু দুনয়ন ॥
পুন বাহ্যদশা পাই, বলে সখি আই আই
শ্যাম মোর গোঠেতে যাইল।
হাম অভাগিনী কিয়ে মন্দভাগিনী
শ্যামক সঙ্গ না পাইল ॥
হাম রাখাল হব শ্যাম সঙ্গে রব
পাঁচনি দে মোর করে।
বঁধুয়া মিলিব যাই, গৃহে মোর কাজ নাই
হাম পথ শ্যাম নেহারে ॥
শ্যামসুন্দর চাঁদ, হামারি লাগি কাঁদ
আকুল মোহন শ্যাম।
নিত্য কহি এ বাত মাথে দিয়া হাত
কাঁদই নিয়া শ্যাম নাম ॥
সো ভকত ধনী জানে নিত্য গুণমণি
মরম বুঝি কহে বাণী।
তুহারে নিয়ে যাব শ্যামে মিলাওব
ধৈরজ ধর অব ধনি ॥
যাওবি যদি সখি সাজনা সাজ দেখি
হাম আনিয়ে ফুল মালা।
সো ধনী হেন কহি কীর্ত্তন পদ গাহি
শুনাওত রাইগোষ্ঠ লীলা ॥

শুনিয়া গোঠের লীলা, সে ভাবে মগন হৈলা,
ধীরে ধীরে সমাধিমগন।
তা দেখি ভকত ধনী ত্বরিতে পাখাটী আনি
সযতনে করিল বীজন॥ ২৮॥

গোধূলি সময় যব ভেলি।
নিত্যগোপল আজু নিত্য রাধা ভাবে
সঙ্গে সখা কানু গেলি।
গদ গদ সখীরে পুছই।
গোঠ কি ফিরিল, কানু কি আইল
চল সখি হেরই যাই॥
সো শ্যাম সুন্দর প্রাণের নাগর
দিন ভরি হেরি নাই।
প্রাণ বড়ি কাঁদে মৃগী যেন ফাঁদে
ঘর বাহার আসি যাই॥
একলি না যাব লাজ বহু পাব
চল সখি হামার সাথ।
এ বচন কহি সখীর মুখ চাহি
কাঁদি ধরে নিত্য হাত॥
সো মরম জানে নিত্যে এ বচনে
প্রবোধিল ভঙ্গিমা করি।

অব বেলি রহে কানু গোঠ মাহে
অব নাহি যাব কিশোরী ॥
বৃষভানু নন্দিনী এ শ্যাম সোহাগিনী
হামারি এ বাত ধর।
যব নিশি আওব অভিসারে যাওব
কানন মিলব নাগর ॥
শুনইতে এ বাতে নিত্য ধনী কাঁদে
ভকত কহে চল যাই।
গোঠে ফিরিব কানু, সঙ্গে লইয়ে ধেনু,
দেখব প্রাণ জুড়াই ॥
হেন কহি ভকত গোষ্ঠ ফেরত লীলা
গাওল আনন্দ মনে।
নয়নে গলত লোর নিত্যগোপাল ভেল
সুসমাধিসিন্ধু মগনে ॥ ৩০ ॥

মোতিম হার এক ভকত রমণী আনে
দেওব নিত্যগোপালে।
হেরই সো হার বাত করহ পঁহু
শুনইতে প্রেম উথলে ॥
নীলমণি মেরে শ্যাম।
কিয়ে সখি তাকর, উজ্জ্বল বরণ,
কিবা সেই সুন্দর নাম ॥

কত কত মণি এ ধারণ লাগিয়ে
অঙ্গে আভরণ ধরু।
হামারি শ্যামে সো নারী ভাগিনী
যো হার কণ্ঠকী করু॥
কঠিন এ মণি হিয়া দুখ দেওত
নবনী শ্যামক কায়।
পরশ হি জানত, যো নারী ভাগিনী
সো আন পরশ না চায়॥
এমনি চোরইতে চোর ধাওত পিছু
শঙ্কা দেওত মনে ভারি।
শ্যামমণি মেরে, যো চোরি করু চাহে
চুরি হোই যায় সো নারী॥
আঁধিয়ারে রাখি, এ মণি ভয়ে থাকু
শ্যামমণি আঁধিয়ারে।
উজোর দশদিশি করত মধুর হাঁসি
হাম নয়ন মনিয়ারে॥
শ্যাম মণিক সখি যো নাহি হেরত
কণ্ঠ ধারণ নাহি কেল।
নারী জনম তার জীবন যৌবন
সকল বিফল ভৈ গেল॥
এবাত শুনইতে চিত অতি সচকিতে
সো নারী থির চাহি রহে।

হেনই সময়ে এক ভকত আসিয়া
বাত মধুর অতি কহে॥
হার গড়ল ইহ কৃষ্ণনগরে যাই
তোহারি লাগিয়ে শুন ধনি।
আন দেহ মোরে নিত্য আদর করে
হাত বাড়ায়ে কহে বাণী॥ ৩১॥

সো মেরে সুন্দর কানাই।
হেরইতে অপরূপ, কানুকো সো রূপ,
সুধাকী সিন্ধু অবগাই॥
তাক বদন চাঁদ হামারি এ আঁখি
তিয়াসী মুগধা চকোরী।
নিরখই নিরখই সো সুধা পিবইতে
পিয়াসা না মিটে হামারি॥
পিয়াক হাঁসনি এ সখি এ সখি
পাগলী করি দেয় হামে।
হিয়ার মাঝারে ধক ধক করে
বঙ্কিম নয়নকী ঠামে॥
হামারি পানে চাহে হাম মরি তাহে
চাহনি পরাণকী কাড়ে।
লাজে থোড়ি হেরি চাহি ফিরি ফিরি,
শ্যামদরশতৃষা বাড়ে॥

এ সখি কিবা কব হামারি নাগর
রূপ সে নয়নে না ধরে।
কোটী আঁখি মিলে কোটী যুগে যুগে
অনিমিষে সো রূপ হেরে॥
তবহু দরশ আশা না মিটে না মিটে
বাঢ়ি বাঢ়ি সখি যাও।
হামারি শ্যামর চন্দকী দরশন
যো ভাগী সো নারী পাও॥
হামারি নাগর বংশী করে ধরু
মোহন কিবা সেহ ঠাম।
বৃন্দাকী বনমে বংশী বাজাওত
গান করত মেরে নাম॥
এ সখি এ সখি বাজত ঐ শুন
ফুকারে রাধা রাধা বাঁশী।
এ বাত কহইতে বাত নীরব ভেল
মন্দ মন্দ মুখে হাঁসি॥
দুনয়নে দর দর আনন্দে ঝরে ধারা
সমাধিমে মগন ভেল।
ভকত সো রূপ হেরই হেরই
আনন্দ নীরে ডুবি গেল॥

উজোর চন্দ্র গগনে।
বহত ধীর পবনে॥
হাসত নিত্যগোপাল।
রাধাভাবে মাতোয়াল॥
চল চল সখি কুঞ্জে।
হের কত পুঞ্জে পুঞ্জে॥
প্রফুল্ল কুসুম ভেল।
শ্যাম দরশন দেল॥
জীবন যৌবন নারী।
শ্যামে দিব হাম ডারি॥
তুহারি সখি সো শ্যাম।
সো করু যো তুয়া কাম॥ ৩৩॥

বাসক

বাসকের ভাব জাগে।
সে নিত্যগোপাল তনু মন ভোর
রাধা-প্রেম-অনুরাগে॥

সখীরে কহয়ে বাণী।
আজু এ রজনী শ্যাম না আইল
কেমনে ধরি পরাণি॥

এই মালা সখি যতনে গাঁথিনু
দিব সে শ্যামের গলে।
শ্যাম নাহি এল, এ মালা হেরিয়া
অঙ্গ দ্বিগুণ জ্বলে॥
এই সে চন্দন করিব লেপন
আমার বঁধুর গায়।
বঁধু নাহি এল হায় এ কি হ'ল
নিশা বুঝি চলি যায়॥
যতন করিয়া সেঁজ বিছাইনু
ফুলের সাজনা করি।
এমন চাঁদিনী যামিনী লো সখি
কোথায় নিঠুর হরি॥
কর্পূর ডারিয়া চূয়াটী মাখিয়া
তাম্বুল রচিনু হাতে।
সো চাঁদবদনে দিতে যে নারিনু
কে বাদ সাধিল সাধে॥
আমারি নাগর আমারে ছাড়িয়া
কোথা সখি আজু গেল।
নয়নে কাজর সিথায় সিন্দূর
সবি মোর মিছা ভেল॥
অঙ্গের ভূষণে এ মালা চন্দনে
কি কাজ বলনা আর।

এই ছার দেহ কি কাজ ধরিয়া
আজি যমুনায় ডার॥
কহিয়া কহিয়া শ্রীনিত্যগোপাল
অঝোর নয়নে কাঁদে।
পরাণ আকুল বসন তিতিল
প্রাণ না ধৈরয বাঁধে॥
কাঁদনা দেখিয়া মরমী ভকত
গাহিতে লাগিল গীত।
সময় বুঝিয়া বাসকসজ্জা
সেই নিত্য মনোনীত॥
এক এক করি গানটী গাহিয়া
শ্যামেরে মিলায় আনি।
ধীরে ধীরে ধীরে সমাধি মগন
ভেল নিত্য গুণমণি॥ ৩৪॥

বর্ষাকালোচিত।

ঝর ঝর ঝরতহি পানি।
এ সখি কুঞ্জমে শ্যাম নাহি আওল
গুরু গুরু মেঘ গরজানি॥

এ বাত কহি কহি নিত্যগোপাল তথি
চাহি আকাশ পানে রহে।
শাঙন দিনমে অঘোরে গগন ঝরে
নিত্য কাঁদি কাঁদি কহে॥
এ সখি ধৈরয না ধরু পরাণে
দিন আঁধিয়া আজু ভেল।
নাহি কছুক সাড়া সোঁ সোঁ জলধারা
একতান কি বা ভেল॥
সো ধনী শুনইতে মেঘকী গরজনে
মেঘকী দরশন পাই।
শাঙন দিনমে কুঞ্জ কুটীরে
হামারি শ্যামে নাহি পাই॥
ইথে কিবা জীউ ধরি হাম যাওব মরি
জীতে মোর আছু কোন কাম।
হেন বাত কহি কহি গগন চাহি চাহি
কাঁদই নিত্য গুণধাম॥
শাঙন সো মাস জলধারা ঝরই
গগন ঢাকল মেঘমালে।
ভকত মরমী এক ঐথনে আওল
লই এক কুসুমকী মালে॥
বৃক্ষকী পত্রে টপ্ টপ্ ঝরু পানি
সোঁ সোঁ ধারাকী শবদ।

নাহিক আর ধ্বনি পশু পাখী নর কিবা
কোই নাহি করত শবদ ॥
টুপ্‌টাপ্ পত্রকী পানি পতন ধ্বনি
শুনি কহত নিত্যরাধা ॥
এ সখি এ সখি পদকী শবদে শুনি
আওল বুঝি শ্যামচাঁদা ॥
সো ধনী মরমী মালাকী লুকাওল
না দেখাও নিত্যধনে।
লুকাইতে দেখই ডাকি ডাকি কহই
এ সখি কি কর গোপনে ॥
তৈখনে সো ধনী মালা দেখায় আনি
মরম বুঝিয়া বাত কহে।
শ্যামরচন্দকী লাগি আনিনু মালা
শুনিয়া কাঁদিয়া নিত্য চাহে ॥
এ সখি সো শ্যামে কাঁহা মিলব হামে
পরাওব ফুল কি এ মালা !
আজি এ শাঙন দিনকী আঁধিয়ারে
শ্যামচাঁদ করু আলা ॥
শুনিয়া এতেক বাণী মরমী সো সখী
গাওল সুমধুর পদ।
বরষা কো ধারে সো তান মিশি গেল
কছু আর নাহিক শবদ ॥

শুনইতে গীত নিত্য প্রেমে ভোরা
নয়নমে দর দর ধারা।
থির সমাধি ভেল ভকত নেহারিল
ভেল সো আপন হারা ॥ ৩৫ ॥

মান।

মান ভরমে আজু ভোর।
হের সখি হামারি এ নিত্যগোপাল
কিশোরী ভেল কিশোর ॥
চাঁদবদন বাসে ঢাকে।
না কহত বাণী না উলটে পানি
হাম যাই যব ডাকে ॥
ক্ষণ পরে সে কহে এ সখি শুন বাত
শ্যামসখী যেবা হোয়।
তাকর কুঞ্জকী বাহার কর যাই
এ বাত কহি নিত্য রোয় ॥
ধারা নয়নে বহে হাম বুঝনু তব
মান রসে রাই ভেল।
হাম কহনু ধনি কাল ভ্রমরা পঁহু
সবহুঁ বাহার কর দেল ॥
হামে কহে পুনঃ হামারি বচন
সাঁচ করি তুহুঁ জান।

কাল কোকিল হাম কুঞ্জে না রাখব
ধীরে করহ অবধান॥
হেনই সময়ে তথা কোকিল কুহরিল
নিত্যগোপাল কহে দেখি।
কুঞ্জ হি কুঞ্জে অব সখ বোলত
কা করু তু সব সখি॥
হাম কহনু সখি শ্যাম কি আওল
কোকিল উৎসব কেল।
শ্যাম নাম নিতে ধারা নয়নে বহে
নিত্য সমাধি ভাবে গেল॥
সুন্দর অধর মৃদু মৃদু কাঁপই
গলিত কনকসম ভাতি।
হেরিয়া হেরিয়া সো নিত্য সুন্দর
প্রাণ মম উঠে মাতি॥ ৩৬॥

চোরার সঙ্গে চোরা।
মোর সখী হোয়ে মোরে ভাঁড়াইয়ে
এমন করিস্ তোরা॥
আমি ত ক'য়েছি কথা।
নীলবাস আর আমি পরিব না
দিতেছ মিছে এ ব্যথা॥

নাল সাড়ি এক যতন করিয়া
ভকত রমণী নিয়া।
গুরুদেবে দিবে এই মনে করি
নিত্যেরে ভেটিল গিয়া॥
সেই না ধনীরে দেখিয়া নিত্য
মানের ভরেতে থাকি।
কহিল বচন ধনী সে বচন
শুনিয়া উঠিল কাঁপি॥
কহে অপরাধ কি মুই করিনু
আমারে নিদয় এত।
নিত্য কহিল বৃন্দারে কহিয়া
করিব মনের মত॥
তোরা ত আমার কথা শুনিবি না
আমারি সঙ্গেতে আড়ি॥
কুঞ্জের দুয়ারে ভেট করিবারে
এনেছ বুঝি এ সাড়ি॥
শুনি এত কথা ভকত মরমী
মরম সে জন জানে।
কথাটী শুনিয়া সকলি বুঝিল
কহে চাহি নিত্য পানে॥
এই আমি দিনু তাড়ায়ে ইহারে
আস্পর্দ্ধা ইহার এত।

আমার সখীরে নীলবাস আনি
দেখায় করি বেকত ॥
দুঃখ পাই সেই রমণী ধনী
বাহিরে আসিয়া বসে।
ভকত মরমী আসিয়া কহয়ে
ঘটিল ভাগ্যের বশে ॥
সকল শুনিল রমণী হাঁসিল
আনন্দ বাঢ়ল মনে।
অপরাহ্ণ কালে নিত্যগোপাল
ডাকিয়া আনিল তানে ॥
সেই সাড়ি পরি আপনি বসিল
যেন বৃকভানুবালা।
ভকতেরে কয় পরাও আমারে
ফুলের কঙ্কণ বালা ॥
ফুল আভরণ যেখানে যেমন
সাজায়ে সাজাও মোরে।
রাধা ভাবে মজি গৌরীর দুলাল
বাঁধে সবে প্রেম ডোরে ॥
ফুলের সাজনে শ্রীনিত্য সাজায়ে
নোলক নাসায় দেল।
চরণে নূপুর ফুলের কিঙ্কিণী
কটী-তটে বেড়ি দেল ॥

তাম্বুল বদনে অধরের রাগ
হাসনি মধুর কিবা।
সাজাতে নিত্যেরে মনের মতন
অবসান হ'ল দিবা॥
নিশার উদয় হেরিয়া তখন
নিত্য রাধাভাবে কহে।
চল সবে যাব শ্যামেরে ভেটিব
গৃহে থাকা আর নহে॥
হেন কথা শুনি জনেক ভকত
ধরিল মধুর গান।
শ্যাম নাম শুনি ভাবে ভরল
পুলকিত তনু মন॥
প্রেম আনন্দে নিত্যরাধা মাতে
নয়নে আনন্দ ধারা।
সমাধি মগন শ্রীনিত্য হেরিয়া
ভকত আপন হারা॥
যেই না রূপসী নীলবাস আনে
হেরি সে নিত্যের শোভা।
আপনা ভুলিল শ্রীনিত্যে মজিল
হেরি রূপ মনোলোভা॥ ৩৭॥

শ্যাম লাগি নিত্য কাঁদে।
রাধাকী মান মহাভাবে মাতল
সখী কহে নিত্যচাঁদে॥
তু মেয়া বজরবুকিনী।
সো শ্যাম সুন্দর আওল কুঞ্জপর
মন্দ কহলি কত বাণী॥
না চাহলি ফিরি, দেওলি কত গারি,
আর করব কিয়ে হাম।
রোয়বি রোয়বি অব কি বা করবি
কো মিলাব আনি শ্যাম॥
এ বচন শুনি নিত্যরাধা মণি
ফুকারিয়া উঠে তিঁহ কাঁদি।
সখী মরম জানি বাত করত এহ
হাম আনব পুন সাধি॥
তু ভারি দেই গারি কুঞ্জ বাহার করি
দুখ দেওবি শ্যামচাঁদে।
তু বড়ি কঠিনী হেরি সো গুণমণি
প্রাণ তুহার নাহি কাঁদে॥
শুনিয়া এ বাণী নিত্য রাধা ধনী
মিনতি করি করি রোয়।
হাম না গারি দেব যদি শ্যাম না পাব
আর সখি না দেখবি মোয়॥

এ দেহ যমুনামে ডারব ডারব
কিম্বা তেজব বিখ ভখি।
সো শ্যাম সুন্দর হামারি নাগর
না মিলব আজু সখি॥
শুনইতে এ বাত সখীচিত হরষিত
বাহে কহয়ে এক বাণী।
শ্যাম হাম আনব গারি না দেওব
কোরে করবি ধরি পাণি॥
আপন হামতে মুছাবি গাতমে
বৈঠবি তাকর সঙ্গ।
সো শ্যাম সুন্দর রাখবি হিয়া পর
ইথে না করবি রস ভঙ্গ॥
হেনই কহিয়া কথা গাহে মধুর গাথা
সো সখী মানকী লীলা।
কৃষ্ণ আসি মিলল রাধা পাশে বৈঠল
দুহুঁ দুহাঁ আলিঙ্গন দিলা॥
শুনিতে শুনিতে গীত, নিত্য রাধা সুচরিত
ভাব তরঙ্গ উছলিল।
নয়নকী ধারা বহে বসন তিতিল তাহে
নিত্যসমাধি উপজিল॥ ৩৮॥

———

কাঁহা হামারি সখি শ্যাম।
জিউ নাহি বাঁচব　সো শ্যাম না পেখি,
হামারি নয়নাভিরাম॥
সেহ মোর প্রাণের নাগর।
সেহ বিনে মরি যাই,　দেহ আছে প্রাণ নাই,
প্রাণনাথ মোর প্রাণেশ্বর॥
শ্যাম নয়নের তারা,　সে মোর গলার হারা,
সেহ মোর হৃদয় রতন।
সিঁথার সিন্দুর মোর　দুনয়নে সে কাজর,
শ্যাম মোর অঙ্গের ভূষণ॥
শ্যাম সে অঙ্গের বাস,　শ্যাম শ্যাম শ্বাসে শ্বাস,
শ্যাম মোর তনু প্রাণ মন।
শ্যাম বিনে আমি নাই,　শ্যাম ধনে নাহি পাই,
যমুনায় ডারিব জীবন॥
এতেক কহিয়া বাণী　সে নিত্যগোপাল মণি
ভাসি যায় নয়নের জলে।
ভকত কহয়ে তুমি　কাঁদনা কাঁদিয়া ভূমি
ভিজাইলে কিবা হবে ফলে॥
যাই আমি শ্যাম আনি,　তুই নারী যে কঠিনী
জানি আমি শ্যাম হারাইবি।
শ্যাম শ্যাম শ্যাম করি　রাই দিবা বিভাবরী
জানি আমি তুই যে কাঁদিবি॥

একথা কহিয়া ধনী সঙ্গীত লহরী আনি
মানভঙ্গ গাহিতে লাগিলা।
শ্যামের উদ্দেশ করি সখী বনে বনে ঢুঁড়ি
শ্যামে যাই দেখিতে পাইলা॥
এইরূপ পদ ধরি সখী কৃষ্ণ সঙ্গে করি
ল'য়ে আসে রাইয়ের সকাশে।
রাইয়ের মান যে গেল শ্যামকী মিলন ভেল,
নিত্যরাধা শ্যামকী পাশে॥
ঝর ঝর আঁখি ঝরে পুলক শ্রীঅঙ্গ পরে
ভাবের ভূষণে শোভা ধরে।
সোনার গোপাল আজ সমাধি মগন ভেল
হেরি ভকত ঝুরি মরে॥৩৯॥

মাথুর।

সো শ্যামসুন্দর মেরা।
নিশিদিন জাগে হিয়ায় আমার
আমার সে মন চোরা॥
তারে হৃদয়ে পুরিয়া রাখি।
যখন তখন পরাণ ভরিয়া
চাহিয়া চাহিয়া দেখি॥
সোণার পালঙ্কে হৃদয় মাঝারে
রাখিব শোয়ায়ে তারে।

জাগাবনা আমি কারে না দেখাব
রাখিব আদর ক'রে॥
সুখেতে ঘুমাবে আর বল তারে
কোন জন দেখা পাবে।
কেমনে তাহারে মথুরা পুরীতে
রথে করি নিয়া যাবে॥
ঘুমাক্ ঘুমাক্ আমার শ্যাম
আমারি এ হিয়া মাঝ।
সোহাগ শয়নে সুখেতে থাকুক্
আমার হৃদয়রাজ॥
কহিতে কহিতে নিত্যগোপালের
পুলকে পুরিল অঙ্গ।
নয়নেতে ধারা বহে অবিরল
উঠিল ভাব তরঙ্গ॥
ধীরে ধীরে ধীরে থির অচল
সমাধিতে নিমগন।
সোনার মুখের শোভাটী হেরিয়া
ভকত সুখে মগন॥ ৪০॥

বক্ষ আছাড়ি মুহু কাঁদে।
সো নিত্যগোপাল বচন না শুনা
চিত থির নাহি বাঁধে॥

কাঁহা প্রাণেশ্বর সো শ্যামসুন্দর
কাঁহা সো বল্লভ মোর।
ফুকারি কহয়ে দারুণ সে ব্যথা
কহইতে ফাটে বুক মোর॥
কাঁহা বংশীধারী হামারি নাগর
কাঁহা হামারি চিত চোর।
কাঁহা যাওব হাম মিলব কানুধনে
কাঁহা শ্যামসুন্দর মোর॥
হামে দরশ দিয়া, চাঁদমুখ দেখাইয়া
চোর পলাওল কাঁহা।
কাঁহা ধনি যাওব সো শ্যামে পাওব
দারুণ শেল মনমাহা॥
এত কহি সুন্দর নিত্যগোপাল ধন
ফুকারি ফুকারি কান্দে॥
কালিয়া নাগর শঠ নিঠুর বর
হামে ফেলিল রূপ ফাঁন্দে।
ব্যাধ মৃগীরে যেন বাগুরা করি হেন
ধরয়ে মারয়ে প্রাণে।
সো লম্পট হামে বাঁধল রূপ ঠামে
হানল বিরহক বাণে॥
কিয়ে বা দোষই সখি, হামারে সো না দেখি
রোয়ে কতহুঁ পরকার।

কো রাখল ধরি　　হামার প্রাণ হরি,
　না ভেল কছু দয়া তার॥
কোন কাজে পিয়া গেল, কিনা তার শেষ হৈল
　ভাবিয়া কিনারা না পাই।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া　আন কাজে মন দিয়া
　থাকিবে তা'মনে ভায় নাই॥
যদি দুই চারি দিন,　মোরে ছাড়ি তনু ক্ষীণ,
　হবে পুনঃ আমারে দেখিলে
সুন্দর বদন কানু,　সুন্দর হইবে তনু,
　ব্রজে আসি আমারে পাইলে॥
আমারি লাগিয়া তার,　সখি হৃদে বার বার
　উঠে যে লালসা দিবানিশি।
তাই ভাবি দুখ পাই,　আন কাজে মন নাই
　হারায়েছি আমি যেন দিশি॥
সুন্দর বদন কানু　মদনমোহন তনু,
　কেবা নারী তাহারে দেখিয়া।
পরশি আপন সুখে,　পিয়ারে যে দিবে দুখে,
　ভাবি তাই যাই যে মরিয়া॥
মথুরার পথ দিয়া,　যে যায় তাহারে গিয়া,
　বল সখি আমার একথা।
শ্যাম আসা আশা নিয়ে,　এ জীবন ধরিয়ে,
　না হোলে পাষাণে কুটি মাথা॥

সখিরে কি কব কথা আমার প্রাণের ব্যথা
সব সহি যদি তার সুখ।
সেবা যদি মথুরায়, আমারে ছাড়িয়া যায়
সুখে থাকে সেই মোর সুখ॥
সেথা ত নিকুঞ্জ নাই বৃন্দার বিপিন নাই
সেথা নাই ময়ূর ময়ূরী।
সেথা কি পিয়ার সুখ ভাবিতে আমার দুখ
পরাণে কেমনে থির করি॥
কহিয়া গোপাল হেন, ব্যথিত হরিণী যেন,
শরঘায়ে করয়ে রোদন।
উঘাড়ে আপন হিয়া দুইটী নয়ন দিয়া
বহে ধারা প্রবাহ যেমন॥
অঙ্গ তিতিয়া হায় বসন তিতিয়া যায়
ধারা বহে ভূমির উপরে।
সোনার গোপাল আজি মাথুর বিরহে মজি
ভাসে যেন দুখের সাগরে॥ ৪১॥

কিবা সুখে পাখি গায়।
বৃন্দার বিপিনে শ্যামধন বিনে
বহেনা মলয় বায়॥
যমুনা লহরী আর।
সখিরে তেমন নাচিয়া বহেনা
দেখিনা রঙ্গ তার॥

সখিহে দেখত ফুলের কুঞ্জে
সে হাসিটী ত আর নাই।
এমন বৃন্দা বিপিনে আমার
সে শোভা সখিরে নাই॥
দেখনা ময়ূর ময়ূরী নাচেনা
গুঞ্জেনা মধুপ কুল।
কোকিল পাপিয়া ছাড়িয়াছে গান
হ'য়ে গেছে সব ভুল॥
বিষাদের ছায় এ কুঞ্জ কানন
ঢাকিয়া ফেলেছে আজ।
সে চাঁদ বিহনে সকলি আঁধার
কোথা সে হৃদয়রাজ॥
কহিতে কহিতে হেন কত কথা
নিত্য কাঁদে ফুকারিয়া।
কাঁদিতে কাঁদিতে মাথার চুলিতে
টানে জোরে হাত দিয়া॥
কাঁদিতে কাঁদিতে কভু থির হয়
অচঞ্চল সব অঙ্গ।
নয়নেতে ধারা মহাভাবিনীর
ভাবেতে জারিল অঙ্গ॥ ৪২॥

চন্দ্রবদন শ্যামে।
আমি কি পাইব বল সখি বল
দেখিবারে এ জনমে॥
সখি, আমারে গেল যে ছাড়ি।
সো শ্যাম বিহনে মিছাই জীবন
মিছাই এ ঘর বাড়ী॥
মিছা এ যৌবন নারীর জীবন
শ্যাম সুখে নাহি লাগে।
শ্যাম না আসিবে আর না ফিরিবে
ভাবি বুকে শেল লাগে॥
বলে গেছে শ্যাম দুই চারি দিন
মথুরায় আছে কাজ।
ত্বরিতে আসিবে এই বৃন্দাবনে
না জানি কেন বেয়াজ॥
আমারে ছাড়িয়ে তার মনে সুখ
নাহি যে ভাবি এ কথা।
কিবা করি মুই কাহারে সুধাই
বাড়য়ে অন্তরে ব্যথা॥
কিবা তার দোষ মোর প্রাণনাথ
কি কাজে সেথায় থাকে।
আমারে স্মরিয়া কাঁদে কত সে বা
কি ঘোর বিধির পাকে॥

মথুরার পথে গগণে উড়িয়া
পাখিটী যায়রে সখি।
চাহিয়া চাহিয়া আপনা ভুলিয়া
আমি সে তাহারে দেখি॥
দলে দলে মেঘ সাজিয়া সাজিয়া
মথুরার পথে যায়।
শ্যাম নব ঘন হেরিবারে সখি
পরাণ ফাটিয়া যায়॥
কহিতে কহিতে দুহাত তুলিয়া
হুহু স্বরে নিত্য কাঁদে।
যতনে ভকত ব্যজন করয়ে
হেরিয়া বদনচাঁদে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে ভৈ গেল থির
নয়নে গলয়ে ধারা।
মাথুর ভাবেতে নিত্যগোপাল
হোল পাগলের পারা॥ ৪৩॥

যে দেশে গিয়াছে শ্যাম॥
যে দেশে মানুষ বুঝিবা সখিরে
ভুলে গেছে আন কাম॥

তারা কি সখিরে, গৃহের করম
আর করে মন দিয়া।
সে দেশের নারী, আর কি সখিরে
আছে বাঁধি তার হিয়া॥
সে দেশের পশু পাখী যত তা'রা
শ্যামের সে অঙ্গ চাই।
গোঠেরে যাইতে আধার খুজিতে
তা'রা ত ভুলেছে সই॥
সে দেশের নারী আন কাম ভুলি
থাকে সেই পথ চেয়ে।
যেই পথে মোর প্রাণের নাগর
যায় গো হেলে ছুলিয়ে॥
তাদেরি নয়ন জনম সফল
শ্যাম দরশন করে।
হাম অভাগিনী, আমি লো ছুখিনী
পেয়ে হারাইনু তারে॥
এই কথা কহি কাঁদি কাঁদি উঠে
চিত থির নাহি বাঁধে।
ক্ষণপরে একি হুহু স্বরে কাঁদি
বেয়াকুল নিত্যরাধে॥
ভকত জনেক গৃহে প্রবেশিল
সেই নিত্য দশা হেরে।

মরমী সে জন মরম বুঝিল
মাথুরের পদ ধরে ॥
শ্যাম সে আইল ভাবের মিলন
এমনি করিয়া গাহে ।
শুনিতে শুনিতে, নিত্যগোপাল
মজিল সমাধি মাহে ॥
দর দর ধারে আঁখি ঝরি যায়
দেখরে সোনার গোপাল ।
মহাভাবিনীর ভাবে লীলা করে
আজি সে গৌরীদুলাল ॥ ৪৪ ॥

শ্যামসুন্দর কাঁহা মোর ।
জীবন যৌবন বিফল সকলি ভেল
কাঁহা পলাওল চোর ॥
কাঁদব কাঁদব দিন গোঁয়ায়ব
শ্যাম আওব এই আশ ।
দিন চলি যাওত রাত চলি যাওত
বাঢ়ত হিয়াকী হুতাশ ॥
কো সখি যাওব শ্যামক আনব
হামার বাতকী কহে ।

হামে ছাড়ি শ্যাম দুখ সো পাওত
ইথে হিয়া মোর দহে ॥
কো ধনী নিদারুণী দুখ পাওত শ্যাম
জানি না ছাড়ত তায়।
বৃন্দাবনধন বৃন্দাবন ছোড়ি
তাকর সুখ নাহি হোয় ॥
এ সখি মথুরাকী পন্থ কো জানত
যাহ পুছসি তাকো বাত।
মিঠা কহবি বাত মিনতি বহু করি
তাকো জোড়বি দুনু হাত ॥
কা করব সখি জীউ নাহি যাওত
শ্যাম দরশ নাহি পাও।
কাঁহা চিত চোর বংশীধারী মেরে
কৈছনে দরশন পাও ॥
এবাত কহইতে ফুকারি ফুকারি
রোয়ত নিত্যগোপাল।
ভকত শুনইতে মরম বুঝিল
গায় মাথুর দেই তাল ॥
মাথুর মিলন ভাবকী যো গীত
সো সেহ গায়ন করে।
সমাধি মগন ভেল নিত্যধন
দর দর দুনয়ন ঝরে ॥ ৪৫ ॥

কাঁহা শ্যামে সখি পাই।
কাঁহা ঢুঁড়ব হাম কাঁহা যাওব হাম
কাঁহা মিলব কানাই॥
হাম এ কুলকী বহুরী।
লাজে কাঁহা সখি ঢুঁড়ই নাহি পারি
কো শুনে বাত হামারি॥
কো পথ মথুরাকী কো মুঝে বাতাওব
হাম অভাগিনী নারী।
পাগলি কহি হামে, বাত না বাতাব
মুঝে দিবে সখি গারি॥
কাহাকু সাথমে চলইতে না দেব
কো বুঝে মরম হামারি।
শ্যাম ছাড়ি গেল কো মোর আর আছে
অনাথিনী হাম এ নারী॥
যাকর লাগিয়া কাঁদিয়া কাদিয়া
দিন রাত বহি যায়।
সো মেরে সুন্দর হামারি নাগর
কাঁহা ঢুঁড়ব হাম হায়॥
শূন জীবন ভেল, সো শ্যাম কাঁহা গেল,
এ জীউ না গেল হামারি।
বজরকী হাড়ে পাষাণকী পাঁজরে
বিধি দেহ গড়ল হামারি॥

কাঁহা পরাণ ধন বৃন্দাবন ধন
কুঞ্জকী মদনমোহন।
কাহা মনচোরা গোপীবসনচোরা
কাহা মেরা বংশীবদন॥
শূন্য বৃন্দাবন শূন্য কেলিবন
রোয়ত তরু লতা পাখি।
যমুনা রোয়ত ময়ুর রোয়ত
রোয়ে পবন বন ঢাঁকি॥
হাম রোয়ব কত জীউ নাহি যায়ত
এ সখি পাষাণ এ হিয়া।
এ বাত কহি কহি ফুকারি ফুকারি
সো নিত্য উঠত কাদিয়া॥
আকুলি ব্যাকুলি, মাথে টানে চুলি,
ক্ষণে থির সেহ ভৈ গেল।
থির সমাধি হোয় দরদর দুনয়নে
ধারা বসন তিতি গেল॥
নেহারি ভকত দেখত দেখত
এ মহাভাবতরঙ্গ।
মাথুর কি ভাবে নিত্যগোপালকী
লীলা বিরহ প্রসঙ্গ॥ ৪৬॥

কছু নাহি সুন্দর লাগি।
সো শ্যাম সুন্দর ছোড়ি মোরে গেই
সব সুন্দর গেই ভাগি॥
সুন্দর গগনকী চান্দ।
হাম হেরি হেরি শ্যামক সোঙরি
ফুকারি ফুকারি কান্দ॥
সুন্দর ফুটত কুঞ্জকী ফুল কুল
দোলত খেলত বায়।
কাহা শ্যাম মোর এ ফুল মালা
আর না দিব সো গলায়॥
সুন্দর গায়ত কোকিল পাপিয়া
সো নাহি সুন্দর আর।
সুন্দর ময়ুর আর নাহি নাচত
কাহে নাচব সখি আর॥
যমুনাকী লহরী রোয়ত ধাবত
গায়ত বিষাদকী গান।
কাননে পবন সন সন চলই
শুনাওত বিষাদকী তান॥
হামারি জীবন শ্যামনিধি হারা
অঙ্গার সম ভৈ গেল।
কিয়ে হাম পাষাণী এ সখি এ সখি
জীউ নাহি শ্যাম সনে গেল॥

কহি কহি এ বাত নিত্য ফুকারি কাঁদে
না থির বান্ধে চিত।
ভকত মরমী সেহ মাথুর বিরহ জানি
মাথুর মিলন গাহে গীত॥
দর দর ধারা বহে নিত্য নয়নে পঁহু
ধীরে সমাধিক উদয়।
হেরিয়া ভকত সো নিত্যমুখচাঁদ
মহাভাব ইহ সমুঝয়॥ ৪৭॥

কৈছে ছোড়লি বৃন্দাবন।
এ শ্যাম এ শঠ এ চোর লম্পট
কৈছে ছোড়লি কুঞ্জবন॥
কৈছে ছোড়লি কেলিকুঞ্জে।
রোয়ত ভ্রমর রোয়ত ভ্রমরী
সুমধুর না সো গুঞ্জে॥
তু যব ছোড়লি পিক না ফুকারই
পাপিয়া না করে গান।
তু যব ছোড়লি ফুলি ফুলি উড়ই
মধুপ মধু না করু পান॥
তু যব ছোড়লি ময়ূর ময়ূরী
না নাচত ইহ আর।

শ্যাম নব ঘনে না হেরি না হেরি
কান্দ তাক হিয়াক মাঝার ॥
তু যব ছোড়লি হামারি এ বনে
না নাচত মৃগী আর।
তুহারে না হেরি শুক শারি মেরে
না বোলে কুঞ্জ মাঝার ॥
তুহারি বাঁশরী না শুনি না শুনি
ধেনু গোঠে নাহি ফিরে।
তুহারি লাগিয়ে তুহারি এ ব্রজ
কানু কানু করি ঝুরে ॥
কাঁহা যাওলি চলি, বৃন্দা কানন ভুলি
কইছে রহলি তুঁহু শ্যাম।
তুহারি লাগিয়ে সব কছু রোয়ত
ফুকারি সদা শ্যাম নাম ॥
কাঁহা নিঠুর গেলি সব কছু ভুললি,
কাঁহা শিখলি নিঠুরালি।
ঐছন কৈছে তু অব ভৈ গেলি
বৃন্দাবনবনমালী ॥
হা হা নিঠুর হা গোপীচিত চোর
চোরা কাঁহা গেলি ভাগি।
রোয়ত রোয়ত তুহারি গোপিনী
ভাকর কিয়ে এই ভাগি ॥

হা হা কাঁহা গেই সো শ্যাম সুন্দর
দশ দিশি শূন ভেই গেল।
কাঁহা কাঁহা যাব কিয়ে হাম করব
হামারি জীউ নাহি গেল॥
এ বাণী কহি কহি নিত্য গুণমণি
কান্দয়ে বহুত ফুকারে।
ভকত হেরয়ে মরম বুঝয়ে
মাথুর মিলন গান করে॥
শুনই শুনই সমাধি মগন ভেই
নিত্যগোপাল প্রাণ ধন।
অপরূপ সো রূপ ভকত নেহারই
মাথুরকী ভাবে মগন॥ ৪৮॥

আশা কি পাশ হি বন্ধ।
এ সখি যো কহে সো বড়ি মরমী
হামক আশা হি বন্ধ।
শ্যাম আওব এহ আশ।
জীবন মৃগীরে ধারণ লাগিয়ে
আশা হওল মেরে ফাঁস॥
কো জানে কোন দিনে, আর শ্যাম আওব
দিন বহি বহি যায়।

পন্থ চাহি হাম জীবন গোঁয়াইনু
শ্যামকী আসা আশায়॥
হাম অভাগিনী সো শ্যাম সুন্দর
পাইনু সো ছাড়ি গেল।
দারিদ্রে রতন বিধি মিলাওল
ভাগ্যে হামে খোই গেল॥
রাত দিন বহি চলি চলি যাওত
না আওল মেরে শ্যাম।
দু'চারি দিন কিয়ে মাস বরষ গেল
তবু না দরশ পাই হাম॥
কাহে জীবন রাখি যমুনাক নীরমে
ডারব ইহ দেহ হাম।
এ বাত কহইতে ফুকারি ফুকারি
কান্দই সো গুণধাম॥
রোয় বহুত সেহ আকুলি ব্যাকুলি
ক্ষণে ভেল সমাধি মগন।
নিত্য ভকত আজু সো মুখ চাহিয়ে
অপরূপ করু দরশন॥ ৪৯॥



কো মিলাওব কান।
হামারি মরমী কো আছে এ সখি
আপনা করি তাহে মান॥

মাস বরষ বহি যায়।
শীত বরষা যায় শরৎ বসন্ত যায়
ফিরি ফিরি আসি চলি যায়॥
বসন্তে কোকিল ফুকরি ফুকারে
শারদ গগন কী চন্দ।
উদত ডুবত আওত যাওত
কাঁহা মেরে শ্যামরচন্দ॥
দিন চলি বাত রাত হি আওত
দিন বিহানে পুনঃ আসে।
হামারি শ্যাম যো মথুরা গেল
হাম রহনু তাকো আশে॥
সব ফিরি ফিরি আসে, শ্যাম না ফিরল
এ দুখ কহইতে নারি।
সো শ্যামসুন্দর বদনকী দরশন
মিলব কি আর হামারি॥
কাঁহা শ্যামধন হৃদয়কী রতন
হামারি কণ্ঠকী হারা।
কাঁহা নটবর প্রাণের নাগর
হামার নয়নকী তারা॥

কাঁহা আজু শ্যাম জীবনকী জীবন
গোপী মনচোরা কাঁহা।
সো বিনে জীবন কৈছে ধরব হাম
ডারব যমুনামে দেহা॥
কহই কহই হেন কাঁদত নিত্য
ফুকারই ব্যাকুল ভেল।
ক্ষণ পরে থির সমাধি মগন
ছনয়নে ধারা বহি গেল॥ ৫০॥

চন্দ্রবদন কাঁহা গেই।
হামারি শ্যামধন হৃদয়কী রতন
কাঁহা চলি গেল সই॥
সো মুখ না হেরি এ সখি এ সখি
হাম জীয়ে মরি রই॥
কো নাহি হামারি বাত পুছি তাহে
কো কহ মথুরামে যাই॥
আওব কহি গেল অব সো না আওল
মাস বরষ বহি গেল।
কিয়ে বিধি দারুণ করু এ অঘটন
শ্যামকু মথুরামে নেল॥
বঁধুয়া বৃন্দাকী বন ছোড়ি তাকর
মন মাহা কছু সুখ নাই।

কুঞ্জকী সোঙরি গোপিনী সোঙরি
সো মেরে কাঁদে ফুকরাই॥
নিঠুর যত যত মথুরাক মানুষ
শ্যামক মুখ নাহি চাই।
তাকো রাখত ধরি, দেওত কত দুখ
সোঙরি দুখে মরি যাই॥
করমকী এ ফের শ্যাম চলি গেল
দারুণ বিধির বিধান।
পাষাণ এ হিয়া বজর এ বুক
ফাটি নাহি হয় খান খান॥
কাঁহা গেও শ্যাম কাঁহা সো নাগর
হামারি পরাণকী চোর।
বৃন্দাবন ছোড়ি বৃন্দাবনধন
শূন্য ভেল সব মোর॥
হা হা নটবর হা গোপী চিত চোর
হা হা বঙ্কিমনয়ন।
এ বাত কহি কহি কান্দয়ে ফুকারি
নিতাচাঁদ ঘন ঘন॥
ব্যাকুলি কাঁদয়ে ঘুরয়ে ঘুরয়ে
টানত আপনাক চুলি।
হেরিয়া ভকত মাথুর মিলনে
গাওত সো পদাবলী॥

শুনইতে নিত্য সমাধি মগন ভেল
ধারে ঝরু দুনয়ন।
এ লীলা অপরূপ হেরিয়া ভকত
ভাবিনী ভাব ইহা জান॥ ৫১॥

কাহে করত নিঠুরালি।
জগনাহ্য সো পিয়া কো নাহি পাওত
হামে মিলল শুন আলি॥
সো কাহে ছোড়ি চলু এ দুখ কাহে কব
কৈছে ধরব হাম প্রাণি।
সো চাঁদমুখ স্মরি সো হাসি সোঙরি
কাঁদয়ে হামার পরাণি॥
কাহে এ দুখ কব কো সখি বুঝব
হিয়াক দারুণ এ ব্যথা।
শ্যামে না হেরই তব জীউ ধরই
না কুটি পাষাণে মাথা॥
তাকর সো বাণী সোঙরি সোঙরি
না পশে কছু আর কাণে।
সো রূপ হেরিয়া আন রূপ এ সখি
কছু নাহি লাগে নয়ানে॥

পিয়াক অঙ্গকী সো বাস হামার
নাসাকু অব লাগি আছে।
কিয়ে করব হাম কাঁহা যাওব হাম
শ্যাম মোরে ছোড়ি আছে॥
কাঁহা বংশীধারী জীবন হামারি
কাঁহা বৃন্দাবন নট।
কাঁহা ননীচোরা গোপী বসন চোরা
কাঁহা পলাওলি শঠ॥
কাহে নিদয় ভেলি হামে সদয় রহু
তু মেরে সুন্দর শ্যাম॥
আজু কাঁহা তুহু কৈছলে রহলি
শূন্য বৃন্দাবন ধাম॥
এ সখি তাকর না দোষ না দোষ
কোন কামে সেহ গেল।
দু'চারি দিনমে কাম চুকি যাওব
হামারে বাত কহি গেল॥
যাওনে তাকর না ছিল মানস
বিধি বিধান সব ঘটে।
সো পিয়া হামারে সোঙরি রোয়ত
ইথে হিয়া মোর ফাটে॥
কা করু কাঁহা যাও বুদ্ধি কিয়ে করু
ধৈরয না ধরে প্রাণ।

হামারি জীবন না গেল না গেল
হামারি এ হিয়া পাষাণ ॥
এ বাত কহি নিত্য হুহু স্বরে কাঁদে
আপন বুকে মারে সাট।
ভকত হেরিয়া প্রাণ উঠে কাঁদিয়া
মাথুরমিলন ধরে ঝাট ॥
শুনইতে এ গীত নিত্যগোপাল আজু
ভৈ গেল সমাধিমগন।
থির কলেবর ঝরই ঝর ঝর
কিয়ে সুন্দর দু নয়ন ॥ ৫২ ॥

শ্রীশ্রীনিত্যপদলহরী।

দ্বিতীয় পর্য্যায়

এই পর্য্যায়ে শ্রীনিত্যগোপালদেবকে নবকিশোর গৌর নটবররূপে এবং তাঁহার পুরুষ ভক্তবৃন্দকে নাগরীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীনিত্যপদ লহরী

দ্বিতীয় পর্য্যায়

সহস্রার মহাপদ্ম সেই নিত্যধাম।
বিহরেন নিত্যপতি যথা অবিরাম॥
জীবগোপি! অভিসার কর সেই দেশে।
ভাসিবে আনন্দে প্রেম মিলন আবেশে॥
সেই অভিসার পথ শ্রীগুরুকৃপায়।
এ জগতে জীবগণ জানিবারে পায়॥
সেই অভিসারে হয় অপূর্ব্ব মিলন।
জীব পরমাত্মা সনে একীভূত হন॥
সেই পথ দিব্যপথ ঘেরণ্ড গাহিছে।
নিত্যলয়যোগগান পুরাণ গাহিছে॥
জীব ব্রহ্মে লয়যোগে একীভূত হন।
মধুর ভাবের এই নিগূঢ় সাধন॥
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান আর মণিপুর।
অনাহত বিশুদ্ধাখ্য দ্বিদল সুন্দর॥
অভিসার করি গোপি! চল সহস্রারে।
সে পরম পতি সনে সাধ মিলিবারে॥
নটবর মনোহর নবীন নাগর।
মদনমোহন রূপ কিশোর সুন্দর॥
ভজ তাঁরে প্রেমযোগে ভজ নিত্যকাল।
শ্রীবৃন্দাবিপিনমালী শ্রীনিত্যগোপাল॥ ১॥

লঘু ত্রিপদী

তোরা না কহবি সেই বাণী।
নাম শুনি তার পরাণ আকুলি
করিছে দিবসযামী॥
কোন খানে ঘর কিবা মেনে নর
জানি না মন্দ ভাল।
কি বা সে মূরতি কি তার আরতি
নামটি নিত্যগোপাল॥
কি জানি সজনি এ পোড়া পরাণি
ধৈরয না ধরে ক্ষণে।
যে দিন পশেছে সে নিত্যগোপাল
নামটী এ পোড়া কানে॥
শুনেছিত কত নাম শত শত
এমন মধুর নয়।
হৃদয় হরিল অবশ করিল
ত্রিভুবন সুধাময়॥
যত বার শুনি সে মধুর ধ্বনি
শ্রবণে মধুর লাগে।
জাগরে স্বপনে সেই নাম বিনে
আন নাহি চিতে জাগে॥
তোরা মোর সখী মোর দুঃখে দুখী
এ দুখ কহিব কা'রে।

সে হেন নাগরে না মিলে যাহারে
মরণ ভাল যে তারে॥
শুন সুবদনি মিলাওব আনি
তোমার পরাণ চোরে।
ধৈরয ধরিবে গোপাল মিলিবে
বাঁধিবে প্রেমের ডোরে॥ ২॥

লঘু ত্রিপদী

আমি শুনিব না কিছু কাণে।
নিত্যগোপাল নিত্যগোপাল
নিত্যগোপাল বিনে॥
এ কথা সে কথা এ বোল সে বোল
শুনিয়া বল কি হবে।
সে না নাগরের এ নিত্য নামটী
শুনিলে প্রাণ জুড়াবে॥
যেমন করিয়া সেই মানুষের
নামটী কহনা সখি।
সুধায় মাখান নিত্য নামটী
নিত্য শ্রবণে রাখি॥
যে দিন শুনেছি সে নাম শ্রবণে
আমি ত আমাতে নাই।

জাগরে স্বপনে রসনা অবশে
জপয়ে বিরাম নাই॥
আন কথা শুনি তারি মাঝে মাঝে
নিত্য নামের ধ্বনি।
শুনিয়া সকল কথা হয় মোর
সুধাময় শতগুণি॥
বাঁশীর শবদে কিবা মিঠা আছে
বঁধুর এ নিত্য নাম।
শত বাঁশরীর মধুতান মাখা
শ্রবণে অমিয়া ধাম॥
যার মুখে শুনি নিত্য এই নাম
তার মুখ পানে চাই।
আমার সে জন কত যে আপন
মনে মনে ভাবি তাই॥
সেই নাগরের, নামটি যে দেশে,
শুনিবারে পাই কানে।
সাধ হয় সখি সে দেশে পবনে
মিশায়ে রাখি পরাণে॥
পাখী হোয়ে রব, নিত্য নাম গাব,
গাছের ডালেতে বসি।
পাপ ননদিনী, কি আর করিবে,
কি কবে পোড়া পড়শী॥

যে দেশের বায় নিত্য নাম গায়
তাহাতে মিশিয়া যাই।
নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল,
অনন্ত কালেতে গাই ॥ ৩ ॥

লঘু ত্রিপদী

চিত্রপট দর্শনে—

যেন কোথায় সখি দেখেছি।
ভাবিয়া ভাবিয়া, কুল না পাইয়া,
আবার চেয়ে রয়েছি ॥

নিত্যের ছবিটী হেরি।
পরাণ আমার, আকুল হইল,
ধৈরয ধরিতে নারি।
কোথা এ মানুষ, কেমনে বা পাব,
লালসা বাড়িল ভারি।
সেই চিত্রপট, মধুর মধুর,
যতই আমি নেহারি ॥
প্রাণে প্রাণে কয়, প্রাণের মানুষ,
এই ত তোমার তোমারি।
চেনা মানুষের, ভুল কিবা হয়,
বুঝিনু মানুষ আমারি ॥

চাহিয়া চাহিয়া, দেখিতে দেখিতে,
জানিনা কি সে কারণ ॥
হঠাৎ সেই সে চিত্রের মুখেতে,
করিনু আমি চুম্বন ॥
কেবা দেখে ভয়ে বুকেতে জড়ায়ে
রাখিয়া ক্ষণেক তরে।
প্রণাম করিনু, ভকতি করিনু,
ধরিনু শিরের পরে ॥
যে না মানুষের, এই না চিত্র,
সেই ত গুণের নিধি।
আমার ভাগ্যে সে নিত্যগোপালে
হায় মিলাইবে বিধি ॥ ৪ ॥

না মিটে পরাণকী আশ।
এ সখি হামারি নিত্যগোপাল নাম
কিয়ে মুহু শ্বাসই শ্বাস ॥
রসনা রসিত করি নিত্যগোপাল নাম
জপিতে লালসা বাঢ়ল।
ফিরি ফিরি জপি নাম কেবল আনন্দ ধাম
যত জপি আশা না পুরল ॥

এক রসনা বিধি গড়ি দিল হামে হায়
কোটী রসনা সখি পাই।
কোটী যুগে মিলি হা হা তান তুলি
নিত্য মধুর নাম গাই॥
গগন পবন ভরে কোটী যুগান্তরে
ধ্বনি কোটী শ্রবণ পরশে।
তবহুঁ তবহুঁ সখি না মিটে না মিটে
হামার পরাণ লালসে॥
লাখ আঁখি মিলে লাখ যুগে হেরি
লাখ রসনা মিলি গান।
করত শ্রবণ লাখ লাখ শ্রবণ যুগে
তবহুঁ এ পিয়াসী পরাণ॥ ৫॥

কি মোর সে দিন হবে।
রসের নাগরে নিত্যগোপালে
বিধি মোরে মিলাইবে॥
আমি ত অবলা সরলা অথলা
কোন গুণ মোর নাই।
সে ত' গুণমণি রসশিরোমণি
আমি সে কেমতে পাই॥

আমার মতন তার আছে কত
শতেক রমণী দাসী।
ভাবিয়া মরিনু তারে না পাইনু
গলায় লাগল ফাঁসি॥
কি বুদ্ধি করিব কোথা বা যাইব
পরাণে সোয়াস্তি নাই॥
তারে না হেরিয়া মরমে মরিয়া
রয়েছি প্রাণের সই॥
কিবা করি কাজ চিত নাহি লাগে
সদা ঝরে পোড়া আঁখি।
হয় সদা ভয় কে দেখে কি কয়
বসনে বদন ঢাকি॥
প্রাণের গোপালে সে নিত্যগোপালে
যদি না মিলল সই।
মরণ আমার হয় যদি আজ
তবে ত জ্বালা জুড়াই॥ ৬॥

চঞ্চল মানবি কতি তুহু যাওবি
মুঝে কহত সখি বাত।
নিত্য রতন ধনে যাওবি দরশনে
হাম চলব তুয়া সাথ॥

সখি, সো করত নিঠুরালি।
সাগর মাহা ডারি, হাসই সুন্দরি
ঘন ঘন দেই করতালি॥
দেই শিকলি গল, কহই সো চল চল,
আপন করে রাখে টানি।
জীবন যৌবন, হরত প্রাণ মন,
কহত চলি যাহ ধনি॥
মিঠ বচন কহে, শঠ হিয়ায় দহে
দারুণ তাহারই ব্যভার।
তু সতী রসবতী, শুন এ যুবতী,
কাহে জীউ হাত করি ডার॥
নিত্যগোপাল নামে, পাগলী করি হামে,
আনল তাহারি চরণে।
বাত কি বাত পুনঃ কি কহবি সখি
কছু নাহি পরশে শ্রবণে॥
এ নব অনুরাগী ধনী তুয়া বহু ভাগী
মিলব গোপালকী সাথ।
যাঁহা মাণিক বসে, সাঁপিনী তাকো পাশে,
হরিপদানন্দকী বাত॥ ৭॥

স্বপ্ন দর্শন।—

(বিধি) কোথায় থুইল সই রে।
অমৃত সাগর নিরমাণ করি
ভাবি বোসে বোসে তাই রে॥

সখি, সহসা দেখিনু তারে।
রসিয়া নিত্য গোপাল মানুষে,
ঘুমেতে স্বপন ঘোরে॥
সোণার বরণ, কিশোর বয়েস,
অঙ্গ ঢল ঢল করে।
ননীর পুতুলি ঠিক্ যেন সই,
পরাণ সঁপিনু তারে॥
চাহিয়া চাহিয়া, কটাক্ষ হানিল,
অধরে হাঁসিল হাঁসি।
তখনি বুঝিনু, অমৃত সাগর,
আমি গেনু তায় ভাসি॥
উঠিবারে আর, নাহিক শকতি,
অবশ করিল অঙ্গ।
সেই মানুষের, ঘটিবে কি সই,
নিমেষের তরে সঙ্গ॥
তার চরণের দাসী হোয়ে থাকি,
সেই না রতনে হায় রে।

দুঃখিনী আমারে করুণা করিয়া
আনি আজি মিলায় রে॥
সাধ হয় মনে সেই না রতনে
হিয়ায় পুরিয়া রাখি।
বিরলে বিজনে, আঁখিটী মিলায়ে,
মুখে মুখে চেয়ে থাকি॥ ৮॥

স্বপ্ন দর্শন।—
(ও সই) কোন বা দেশেতে যাব।
স্বপনে হেরেছি সোণার মানুষ,
তারে যে দেখিতে পাব॥
সুখেতে শুতিনু পালঙ্ক উপরে,
চাঁদিনী উজোর নিশি।
জগৎ হাসিছে, ফুলের সুবাসে,
মেতে গেছে দশ দিশি॥
ঘুমায়ে পড়িনু, স্বপনে দেখিনু,
কোন দেশে আমি গেছি।
সে দেশের সব সুন্দর এমনি
এ দেশ ভুলিয়া গেছি॥
তরু লতা তার সকলি সুন্দর
গগন পবন জল।
পশু পাখী তথা সকলি সুন্দর
তরুতে সুন্দর ফল॥

সে দেশে যাইনু আমি লো যুবতী
একাকী কানন মাঝে।
দেখিয়া ভাবিনু এমন সুন্দর
দেশে কি মানুষ আছে॥
ভাবিতে ভাবিতে কানন ভ্রমিনু
সুন্দর নদীটী বয়।
সেথায় যাইয়া যমুনা ভাবিয়া
প্রাণে এক সুখ হয়॥
হেরি তার তীরে কত না সুন্দর
ফুটে কদম্বেরি ফুল।
মধুর সৌরভে দিক্ আমোদিত
প্রাণ করে আকুল॥
সেথায় নিকুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে
ফুটে কুসুমেরি দল।
কোকিল পাপিয়া মধুরে গাহিছে
পবনে অমিয়া ঢাল॥
গগনে পবনে উঠিছে সেথায়
নিত্য নামের ধ্বনি।
আমি মনে ভাবি কার নাম শুনি
কাঁদয়ে কেন বা প্রাণি॥
নামটী শুনিয়ে অবশ হইনু
পুলকে পুরিল অঙ্গ।

হৃদয়ে বহিল অমৃতের নদী,
ভাবি আমি একি রঙ্গ॥
হেনই সময়ে দেখি এক ধনী
কিশোরী সুন্দরী সেহ।
চম্পকবরণী পঙ্কজনয়নী
নবনীকোমল দেহ॥
আইল ত্বরিতে আমার কাছেতে
কহিল সখিরে তুমি।
আমাদের ভুলে প্রাণের সখিরে
কোথায় আছিলে তুমি॥
তাহার অঙ্গের শীতল পরশে
বচনে হরিল প্রাণি।
সে ধনী আমার হাতটী ধরিয়া
বুকেতে নিল যে টানি॥
মানুষের এত মধুর পরশ
আমি ত না জানি কভু।
কত ভালবাসা, সে মোরে বাসিল
আগে ত দেখিনি তবু॥
আমারে কহিল সখিরে তুমি সে
এমনি গিয়েছ ভুলি।
আপন মানুষে চিনিতে নারিছ
কর আকুলি বিকুলি॥

তোমার বঁধুরে দেখিবে কি সখি
আইস আমার সাথে।
এ কথা কহিয়া আমারে ধরিয়া
নিয়ে যায় আন পথে॥
যাইতে সে পথে মধুর সুবাস
নাসা প্রবেশিল মোর।
কাঁপিয়া উঠিনু মনেতে ভাবিনু
এ কি হোল ব্যাধি ঘোর॥
সখী মোর কয় কিছু না ভাবিহ
পিয়ার অঙ্গ গন্ধ।
দেখিলে বুঝিবে সে বা মানুষের
কিবা পীরিতির বন্ধ॥
মনে ভয় হয় লালসা বাঢ়য়
হেরিবারে সেই জনে।
সখী মোরে কয় এমনি করিয়া
ভুলেছ আপন জনে॥
নিত্য বৃন্দাবনে এই সে কুঞ্জে
বঁধুরে লইয়া মেলা।
কত যে করিলে হায় হায় হায়
ভুলে গেছ সব খেলা॥
এ কথা কহিয়া আমারে লইয়া
কুঞ্জেতে প্রবেশ করে।

হায় হায় সখি নিত্যকিশোর
দেখিনু বসি সে ঘরে ॥
পরাণ হরিল দেখিয়া কাঁদিনু
তখনি বুঝিনু সার।
চির জনমের মানুষ আমার
মোর কেউ নাই আর ॥
সখি জাগিয়া শুতিনু আমি।
আবার দেখিনু নিত্যগোপাল
আমার হৃদয় স্বামী ॥
আমারে চাহিয়া হাঁসিয়া হাঁসিয়া
কহিল মধুর কথা।
স্মরিয়া মরি যে এখন কাঁদিছি
বাড়য়ে প্রাণের ব্যথা।
সেই সে নাগর করিয়া আদর
ডাকিল তাহার কাছে।
কি করি কি করি ভাবিতে কাঁদিনু
সাথী মোর পিছে আছে ॥
টানিয়া ধরিয়া লইয়া আমারে
বঁধুর কোলেতে দিল।
স্বপন ভাঙ্গিল সে সুখ ফুরাল
আমার সখি কি হৈল ॥ ৯ ॥

প্রত্যক্ষ দর্শন—

হাদে সখি, কি পেখনু
সিনানকী কালে।
অপরূপ মাধুরী, গৌর কলেবর,
বসিয়া নিত্য-গোপালে॥

এ সখি, নয়নে না ধরে সেইরূপ।
কিবা অনুপম ঠাম, জিনি শতকোটী কাম,
নাগরি সে ত রসকূপ॥
হেরি হেরি মুখখানি, ধৈরয না মানে প্রাণি,
আঁখি লোরে ভরি গেল আঁখি।
কুলের যুবতী সই, কারে বা বেদন কই,
বসনে রাখিনু আঁখি ঢাকি॥
সাথে সাথে ননন্দিনী, ছিল কাল সাঁপিনী,
ভয়ে ভয়ে ফিরে এনু ঘর।
দেহ হেথা পড়ে আছে, প্রাণ আছে তার কাছে,
সেহ মোর প্রাণের নাগর॥
কিবা করি গৃহ কাজ, কুলের মাথায় বাজ,
পড়ুক্ কি কাজ মোর কুলে।
সে নিত্যরতন মণি, আমার সে গুণমণি,
পাইলে হিয়ায় রাখি তুলে॥

এ নব যৌবন ধন, আমার পরাণ মন,
জনমের তরে বিকাইব।
সর্ব্বস্ব তাহারে দিয়ে, সেই চাঁদ মুখ চেয়ে,
আমি নিত্য গোপালেরই হব ॥ ১০

রূপ বর্ণনা—

প্রভাত তপনে আভা কিয়ে বা অরুণ রে।
আমার গোপাল সখি নিতুই তরুণ রে ॥
অঙ্গের লাবণি তার কিয়ে ঢল ঢল রে।
সোণার বরণ জিনি অঙ্গ ঝলমল রে ॥
চোখের চাহনি তার বড়ই মধুর রে।
যুবতীর বধে প্রাণ গোপাল চতুর রে ॥
চাহি চাহি পালটিতে আঁখি না পারিনু রে।
যত চাই তত কাঁদি কি দায় ঠেকিনু রে ॥
মানুষে দেখিতে সুখ এত নাহি জানি রে।
দেবতা মানুষ রূপে মনে হেন মানি রে ॥
শুনেছি নদীয়া চাঁদ শচীর নন্দন রে।
অঙ্গ তার কাঁচা সোণা এমনি বরণ রে ॥
সেই ননীচোর গোপী বসনের চোরা রে।
হাঁসিতে চোরিল প্রাণ এই চিত চোরা রে ॥
আমি ত আমার আর নাই সখি নাই রে।
কেমনে সে চাঁদমুখ দেখিবারে পাই রে ॥

চাহি চাহি হয় সাধ হৃদে পুরে রাখি রে।
জগত ভুলিয়া প্রাণ বঁধু নিয়া থাকি রে॥
মরমের এই কথা কারে সখি কব রে।
সর্ব্বস্ব বিকায়ে আমি তার দাসী হব রে॥ ১১ ॥

ওলো সোনার নিত্য কিশোরী।
কি মেনে হইলি, এমন পাগলী,
আমার রসের নাগরী॥

তুই ছাড়িলি ভোজন পানি।
নিত্যগোপাল দেখেছ বুঝি সে
মনে আমি অনুমানি
খাইতে বসিতে শুইতে উঠিতে
একি বল হোল তোর।
কি রসে রসিয়া, নাতিনি আমার,
তুমি হোয়ে আছ ভোর॥
নয়নের জল, থামেনা তোমার,
লুকায়ে লুকায়ে কাঁদ।
ডাগর ডাগর, ছল ছল আঁখি,
রাঙ্গা ও বদন চাঁদ॥
আকাশের পানে, চাহি চাহি রও,
কথাটী না শুন কাণে।

সদা, আন মনে, নয়ন উদাস,
থাক সে কাহার ধ্যানে ॥
ঠোঁট কাঁপি উঠে, রহি রহি রহি,
ছাড়িছ দীরঘ শ্বাস।
তোরে দেখি মোর, কাঁদয়ে পরাণ,
নিত্যে হোল তোর আশ ॥ ১২ ॥

ঐ—দীর্ঘ।

শুন ধনি মুগধিনী এ নহে উচিত ॥
কুলের ধরম ছাড়ি, এ তোর বিষম আড়ি,
কুলবতীর এত নহে রীত ॥

শুন সখি বচন কহি যে হিত তোর।
গৃহ কাজে মন দিয়া, ধরম করম নিয়া,
থাক্ ধনি মান কথা মোর ॥
শঠের সে শিরোমণি, তারে কেন দিবি ধনি,
সরলা অবলা তোর প্রাণ।
ব্যাধ হস্তে পড়ি হায়, মুগধ হরিণী প্রায়,
হারাইবি আপন পরাণ ॥
ঘরের ঘরণী তুই, কি মেনে করিবি সই,
তারি লাগি কাঁদিয়া কাঁদিয়া।

সে ত' রসনাগর, রসিক পুরুষ বর,
তারি আশে মরবি পুড়িয়া॥
সে নিত্য গোপাল মণি, তারে হেরি কেন ধনি,
এনা তুই হইলি পাগলী।
সখিরে মুই কি করি, ধৈরয ধরিতে নারি,
প্রাণ টানে বাঁধিয়া শিকলি॥ ১৩॥

এ সখি মুগধিনী বালা
সে নিত্য গোপাল হেরি, নিত্য নিত্য করি,
কেন ধনি হইলি বিকলা॥

ধর সখি ধৈরয ধর।
হাম মিলাব আনি, সেই পুরুষ মণি,
ইথে নাহি সন্দেহ কর॥
কোথা সে বসতি করে, কি মানুষ কার ঘরে,
না জানিলি শুনিলি না কানে।
কুলের যুবতী তুই, এ কি লা করিলি সই,
সঁপিয়া ডারিয়া দিলি প্রাণে॥
না কাঁদ না কাঁদ, কয়িলি কি পরমাদ,
সে যে নিত্য রসিক রতন।
তুহার লাগিয়া যাব, মিলাওব মিলাওব,
তুহারে সে করিয়া যতন॥

আগলি পাগলি, উনমত একি ভেলি,
ছোড়িলি গৃহ পতি কাজ।
পড়শী জনরে ভয়, কি কহিতে কিবা কয়,
কত বা না পাওবি লাজ॥
দারুণ কুলের অরি, তারে সই বড় ডরি,
মন মাহা ধৈরয ধর।
কি করি ভুলিব সই, নিত্য গুণমণি এই,
হৃদয়ে গড়েছে তার ঘর॥ ১৪॥

শুন সই প্রাণের বেদন।
কারে কব কে শুনিবে, কে এ দুঃখ পাতিয়াবে,
যেবা মোর দারুণ যাতন॥
সে নিত্য গোপাল ধনে, যেই দিন দরশনে,
মোর ভালে মিলাওল বিধি।
সেই হোতে কি যে হোল, পরাণ পাগল হোল,
দারিদ্রে মিলল যেন নিধি॥
আনমনে কত ভাবি, শুনিলে সে লাজ পাবি,
গৃহকাজে মন নাহি ভায়।
আঁখিজল যত ঝরে সে নাগর মনে পড়ে
কেবা দেখে ভয়ে মরি হায়॥

দিল বিধি দয়া করি, দরশ, কাঁদিয়া মরি,
কবে পাব তার পরশন।
ধৈরয ধরহ ধনি, পাবে নিত্য গুণমণি
এত চিন্তা কেন অকারণ॥ ১৫॥

আমার সাধ কি মিলায়ে যাবে।
সোণার নিত্য গোপাল ধনেরে,
কে আনি আর মিলাবে।
এ ত নয় সই সোণার গহনা
মানুষে গড়িয়া দিবে।
এ যে নিত্য সোণা গোলকের ধন
মোরে কি বল মিলিবে॥
এ ত নহে সখি পার্শী সাড়ী যে
কিনিয়া অঙ্গেতে পরি।
পরাণ বিকায়ে এই পীত বাসে
কিনিতে না পায় নারী॥
এ ত নহে সখি মাণিক মুকুতা
জহুরীর কাছে পাব।
এ নিত্য রতন, দুরলভ ধন,
যেথা পাই সেথা যাব॥

জীবন ডারিয়া, যৌবন বিকায়া,
তারে যদি সখি পাই।
এ আমি অভাগী, জনমের মত,
দাসী হোয়ে তার রই॥ ১৬॥

ওরে বিধি গড়ি দিলি দুই আঁখি মোর।
কেন বিধি অবিধি এ অবিচার ঘোর॥
শ্রীনিত্যগোপাল মুখশশী দরশনে।
ধরে না ধরে না রূপ এ দুটী নয়নে॥
কোটী আঁখি পাই যদি সাধ নাহি পুরে।
দেখি সাধ হয় হিয়া মাঝে রাখি পুরে॥
একে দু'টী আঁখি তায় পলক আবার।
নিদয় নারীরে বিধি তাই এ ব্যভার॥
অপলকে অকলঙ্ক মুখশশী হেরি।
চাহিয়া চাহিয়া রহি দিবা বিভাবরী॥
পলকে নূতন রূপ পিয়ার হামারি।
কোটী গুণ বাড়ে তৃষা নয়নে নেহারি॥
নয়নের জলে যায় পোড়া আঁখি ভরি।
দেখিতে সে চাঁদমুখ সেও সখি অরি॥
অমন সোণার রূপ আমি দেখি নাই
দেখিতে দেখিতে সখি আমি ম'রে যাই॥ ১৭॥

বিধিরে দারুণ বিধি তোর।
নিত্যগোপাল ধনে, কিবা করি দরশনে,
দুটী আঁখি গড়ি দিলি মোর॥
তাহে কুলবতী নারী, লাজে না হেরই পারি,
কুল নামে অকুল গড়িলি।
দেখায়ে সে চাঁদমুখ, সুখে বিধি দিলি দুখ,
অভাগীরে পরাণে বধিলি॥
ধরমের খোঁচা গড়ি, লোক নিন্দা মন্ত্র পড়ি,
লাজ দড়াদড়ি দিয়া বাঁধ।
ওহে বিধি নিদারুণ, নাইরে করুণ কণ,
এমনি করিয়া নারী বধ॥
ধৈরয ধরলো ধনি, পাবি পুনঃ গুণমণি,
বিধি যবে হইবে সদয়।
কুলে তোর কি করিবে, অকুলেতে কুল যাবে,
লোকের কথায় কিবা হয়॥ ১৮॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

আরে মোর গৌরীর দুলাল
কোন বিধি গড়েছিল, কিবা দিয়া নিরমিল
সোণার এ পুতুলি গোপাল॥

সাধ হয় দিবানিশি, হেরি ঐ মুখশশী,
হই তার সুধাপানে ভোর।
জগতের যত শোভা, যারে কহ মনলোভা,
সবই আছে সেই চাঁদে মোর॥
তিল তিল তিল করি, সব শোভা এক করি,
বিধাতা বিরলে ধ্যানে বসি।
আদরে পরাণ ধনে, এ নিত্যগোপাল ধনে,
পড়িল পীরিতি রসে রসি॥
ভালবাসা মাথাইয়ে, অমৃতের সার দিয়ে,
সে রাঙ্গা অধরে দিল হাঁসি।
যখনি হেরি লো সই, আমি না আমাতে রই,
সুখের সাগরে সদা ভাসি॥
কামের কামান খানি, নয়নে রাখিল আনি,
নারীবধ লাগি পোড়া বিধি।
কটাক্ষ আনল ঘন, করে ঘন বরিষণ,
না বধি দহয়ে নিরবধি॥
রূপের বাগুরা করি, নারী মন মৃগী ধরি,
হিয়ার পরশে বধে প্রাণ।
পিয়ার করকমল, কোটী চন্দ্র সুশীতল,
নারী হিয়া দাহন বারণ॥
অধর পরশ দিল, সখি মোরে ডুবাইল,
অগাধ সুধার সিন্ধু মাঝে।

পিয়া বিনা আর নাই, পিয়া সনে মিশে যাই,
নিত্য সে নাগর রসরাজে ॥ ১৯ ॥

থির অথির ভেল।
গোকুল নগরে, যতেক যুবতী,
হেরিয়া নিত্য গোপাল ॥
সখি আমি ত একাই নই।
তার দরশনে, পরাণ বিকায়ে,
পথ পানে চেয়ে রই ॥
এমনি অনেক, ঘরের ঘরণী,
যুবতী পরাণ ডারি।
গোপাল গোপাল, জপে দিবানিশি,
মুগধা কুলের নারী ॥
যেবা করে কাজ, তাহে মন নাই,
আগুনে পোড়ায় অঙ্গ।
পায়ের আলতা, মুখেতে পরয়ে,
পড়শী দেখয়ে রঙ্গ ॥
চোখের কাজল, বুকে চাপি দেয়,
সিঁথির সিন্দুর গায়।
পাগলী হ'য়েছি, একা আমি নই,
লেগেছে এ একবার ॥

তোরা সখী সব, থাক্ সাবধানে,
তার হাওয়া নাহি লাগে।
ঘরেতে রহিতে, নারিবি নারিবি,
কহিয়া দিলাম আগে ॥ ২০ ॥

ত্রিপদী।

সখি আর না ভাবিব তারে।
ভাবনা ভাবিয়া, পাঁজর ঢসিল
তবু না ভাবনা ছাড়ে ॥
নিত্যের মুখানি, হিয়ায় জাগিলে,
আন কাজে দেই মন।
হাঁসিয়া হাঁসিয়া, হিয়ার মাঝারে,
দাঁড়ায় সে নিত্যধন ॥
আন কথা কই, তারি মাঝে মাঝে,
হঠে সে বাহির হয়।
নিত্যগোপাল, নামটী অমনি,
ছি ছি বড় লাজ হয় ॥
পাড়ার পড়সী, করে কানাকানি,
ভাবিয়া না পাই কুল।
জাগর স্বপনে, নিত্যের ভাবনা,
হয়েছে আমার ভুল ॥

স্বপনের ঘোরে, হেরি মনচোরে,
জাগিয়া কাঁদি রে সই।
ভুলিবারে চাই, প্রাণে জাগে তাই
তোমারে মরম কই॥
কুল বুঝি যায়, প্রাণ রাখা দায়,
এ দুখ জানাব কারে।
শপথি করিয়া, কহিনু নাগরি,
ভুলিতে নারিবে তারে॥ ২১॥

ঐ

সখি আমার নিতুই নূতন সব।
আকাশ নূতন, বাতাস নূতন,
নূতন পাখীর রব॥
আমার নিত্যগোপাল ধন॥
রূপটী তাহার, পলকে নূতন,
জুড়ায় নয়ন মন॥
সাধ করে হেরি, ফিরাইতে নারি,
এ আঁখি আমার সই।
মধুর হাঁসিটী হেরিয়া বঁধুর,
নিমিষ হারায়ে রই॥
নয়নের কোণে, ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে,
কিবা সে কটাক্ষ করে।

নবীন কটাক্ষে, কুলের যুবতী
কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরে॥
চলিতে নূতন, বলিতে নূতন,
ভঙ্গি নূতন তার।
পুরান জগৎ, বঁধুর ছটায়,
নূতন হ'ল আবার॥
যে দিকে বঁধুর, চাহনি পড়িল,
নূতন সকলি হোল।
যে পোড়ার মুখী, বঁধু না হেরিল,
পুরাতন হোয়ে রোল॥ ২২॥

(লয় সিদ্ধি যোগ সমাধির অন্তর্গত ধ্যানাবলম্বনে রচিত।)

আমারি সে পিয়া সখি আমারি সে পিয়া
গোপনে হিয়ার মাঝে, সোনার পালঙ্ক আছে,
তার পরে সযতনে রাখিব শোয়ায়া
আমি রাখিব শোয়ায়া॥

সে নিত্যগোপাল ধনে কে বা জানে যতনে
বল মুই আর কার করে ধরি দিব।
অনন্ত অনন্ত কালে, আমি তারে কোলে কোলে
বুকে বুকে চোখে চোখে করিয়া রাখিব॥
সোহাগের কথা কব, সোহাগ শয়ানে রব
সোহাগ বালিসে দিব সাধ কোরে মাথা।

সোহাগে আলিস ত্যজি, সোহাগে বঁধুরে ভজি,
গাব সুখে সোহাগের সুমধুর গাথা ॥
নিশিথিনী ধীরে ধীরে চলে যাবে পর পারে
তারামালা লুকাইবে কিছু জানিব না।
দেখিব পিয়ার মুখে, থাকিব অনন্ত সুখে
আর কিছু পানে ফিরে মোরা চাহিব না ॥
প্রভাতের রাঙ্গা রবি, উদিবে সোনার ছবি
পাখীকুল কুলি কুলি গাবে কত গান।
পিয়ার মুখেতে মুখ, পিয়ার বুকেতে বুক
সোহাগ শয়নে সুখে রহিব শয়ান ॥
তপন জগতে হাঁসি, গগনে যাইবে ভাসি,
সন্ধ্যার গগনে যাবে অস্তাচলে চলি।
পিয়া সনে মিশে রব, পিয়া সনে এক হব
নিশিদিশি তার সুখে ভাসিব কেবলি ॥
এমনি করিয়া সই, দিবা নিশি বহি যাই,
যাবে মাস ষড়ঋতু এমনি যাইবে।
পিয়া সনে মিশে রব, পিয়া সনে এক হব
সুখের আবেশে হিয়া ভাসিতে রহিবে ॥
বরষের পরে পরে, যুগ যাবে যুগান্তরে
অনন্ত অনন্ত কাল বহিব এমনি।
পিয়া সনে মিশে রব পিয়া সনে এক হব
পিয়ার সুখের সুখে হইয়া ভাগিনী ॥

এইত এইত সখি অনন্ত মিলন দেখি
নিত্যপ্রেমে নিত্যে দু'য়ে এই রে মিলন।
অনিত্যে সম্ভব নয়, হরিপদানন্দে কয়
দু'য়ে মিলে একে লয় যোগানন্দ ঘন ॥ ২৩ ॥

সখি, বঁধুর সকলি ছটা
শারদ গগনে, চাঁদের জোছনা,
মেঘের বিজরি ঘটা ॥
তপনের আলো, বঁধুর ছটায়,
প্রভাতে উঠে যে হেঁসে।
তাই ত তপনে, হেরিতে গগনে,
মানুষে যে ভালবাসে ॥
ফুল যে এমন রঙ্গের ছটাটী
বল ত কোথায় পেল।
আমার বঁধুর অঙ্গ দেখিয়া
গায়েতে মাখিয়া নেল ॥
কস্তুরী চন্দন, লেপিয়া রূপসী,
বঁধুরে ভেটিতে আসে।
বঁধুর গায়ের সুবাস পাইয়া
বড়ই সে লাজ বাসে ॥
বঁধুর মুখের আভাটি লইয়া
কমল উঠিল ফুটি।

হাঁসিটী দেখিয়া, কুলের কামিনী,
চরণে পড়িল লুটি ॥
নদীর জলের, মধুর যে রস,
বঁধুর রসেতে রসি।
তাইত নাগরী ভরিয়া গাগরী
কাঁকেতে তোলয়ে হাঁসি ॥
যা কিছু মধুর যা কিছু সুন্দর
আমার বঁধুর সব।
কহিতে পারি না, কহিতে জানি না,
মিছা বা আর কি কব ॥ ২৪ ॥

ঐ

সখি, চন্দন শীতল কিবা।
আমার সোনার, নিত্যগোপালে,
মধুর পরশ যেবা ॥
কিবা সে ফুলের বাস।
বঁধুর অঙ্গের, মধুর গন্ধে,
পরাণ করে উদাস ॥
কিবা সে মধুর, মিষ্টের আস্বাদ,
রসনা রসিত করে।
বঁধুর অধরে, অমিয়া পরশ,
অমৃতের ধারা ক্ষরে ॥

মিছাই চাঁদেরে, চাহিয়া মানুষ,
সুন্দর করিয়া কয়।
আমার বঁধুরে, দেখিলে বুঝিবে
কত ভুল কথা কয়॥
বসন্তে মলয়, কি মধুর বহে
পিয়ার অঙ্গের বায়।
শত মলয়ের, পরশের সুখ,
নিমিখে বহিয়া যায়॥
বাঁশরীর গান, সুমধুর কহে,
শ্রবণ পাতিয়া শুনে।
তা হ'তে মধুর, বঁধুর বচন,
কব আমি কোন গুণে॥
নিতি নিতি আমি, নয়নে নেহারি,
তবু সে নূতন রূপ।
এমন দেখিনি, এমন শুনিনি,
অদভুত অপরূপ।
শুন ওলো ধনি রাগেরি অঞ্জন
লেগেছে নয়নে তোর।
নিত্যের রসেতে রসিয়া সখি রে
তাই হোয়ে আছ ভোর॥ ২৫॥

ঐ

কেবা এ নাগরে পায়
ধ্যানে বসি মুনি, গহনে কাননে,
সতত যারে ধেয়ায়॥

সেই নিত্য নারায়ণ।
মানুষ হইয়া, ধরাতে আসিয়া,
দেখাল চন্দ্রবদন॥
মানুষের রূপ, এমন কি হয়,
পশু পাখী যায় ভুলি।
নারী কোন ছার বঁধুরে দেখিয়া
করে আকুলি বিকুলি॥
যত যত ভাল, দেখিতে সুন্দর
তিল তিল করি আনি।
সযতনে বিধি, হেন গুণনিধি,
গড়িল এ অনুমানি॥
হাঁসিটী অধরে, না ধরে না ধরে,
উছলি পড়িয়া যায়।
নারীর জীবন, যৌবন ভাসায়ে,
দাসী করে তার পায়॥
এমন যৌবন সে ধনে না দিলে
বৃথা এ জীবন মোর।

এ নব বয়সে, সখি লো হ'য়েছে
এত তত্ত্বজ্ঞান তোর ॥ ২৬ ॥

ওলো নাগরি বেড়াতে যাবি।
যেমন মানুষ, জনমে দেখনি,
তেমনি দেখিতে পাবি ॥
খেলার সঙ্গিনী তুই।
গোপনে কহিনু, কারে না কহবি,
বড় সে রসিয়া সই ॥
সে নিত্যগোপাল, নামটী আমার
বড়ই মধুর লাগে।
খাইতে শুইতে, উঠিতে বসিতে,
নামটী হিয়ায় জাগে ॥
যত সে রমণী, ধনী বিনোদিনী,
যায় হেরিবারে তারে।
এমন দেখিনি, এমন শুনিনি,
কহে সবে বারে বারে ॥
নয়নে তাহার, মধুর চাহনি,
হাসিতে পরাণ হরে।
তারে না দেখিলি, রমণী হইলি,
মিছাই পচিলি ঘরে ॥

কব কিবা ভাষা, রূপের তুলনা,
তাহার নাহিক হয়।
কিবা নর নারী, পশু পাখী কিবা,
দেখিলে চাহিয়া রয়॥
এমন সে রূপ, না দেখি নয়নে,
নয়ন বিফল ভেল।
ছাই মাটী পোড়া, মানুষে দেখিয়া
বৃথা দিন কাটি গেল॥
সেরূপ যেদিন, দেখেছি সইরে,
কহিব সে কথা কা'রে।
পুতুলের মত, এ সব মানুষে,
নয়নে আর না ধরে॥
সুন্দর করিয়া, তোমরা যাহারে,
কহ মানুষের মাঝ।
এ চাঁদ দেখিলে, তখনি কহিবি,
সে সব সংয়ের সাজ॥
দেখিয়া শুনিয়া, বুঝিয়া জানিয়া,
বুড়া বুড়া লোকে বলে।
বুঝি ভগবান, গোপনেতে আসি,
মানব নয়নে ছলে॥
স্বভাব দেখিয়া, নয়ন চাহিয়া,
আমার মনেতে লয়।

মদন মোহন, নন্দের নন্দন,
বিনে আর কেউ নয়॥ ২৭॥

সখি গগনের কিবা শোভা
আমার সোনার নিত্যগোপালে
সবই সখি মনলোভা।
ঐ না শারদ গগন দেখিছ
অনন্ত বেপিয়া আঁকা।
উদাস করিছে, পরাণ মনেরে,
কত না পীরিতি মাখা॥
শরতের পরে, হিমানী আসিবে.
এ শোভা আর না রবে।
আমার নিত্য রূপের ছটাটী,
অনন্ত সুন্দর রবে॥
দেখিছ ঐ না, শরতের চাঁদ,
কহিছ সুন্দর শোভা।
প্রভাত হইলে, আর না থাকিবে,
চাঁদের উজল বিভা॥
আমার সে নিত্য চাঁদের ছটাটী,
উজলিছে দশদিশি।
অনন্ত কালেতে, এমনি নবীন
রহিবে ও মুখশশী॥

বসন্তে কাননে, ফুল ফুটি উঠে,
সুন্দর করিয়া কহ।
ফুলটী তুলিয়া, যতন করিয়া,
মালাটী করি পরহ॥
প্রভাতে সে ফুল, সে মালা সখিরে,
মলিন হইয়ে যায়।
মোর নিত্য ফুল, নবীন মধুর,
নিতুই ফুটিয়া রয়॥
পবন পরশ, সুখময় কহ
প্রভাত হইলে গত।
রবির তাপেতে, সেও গো সখি,
হয় অনলের মত॥
আমার বঁধুর, অঙ্গের পরশে,
শীতল বায়ু যে আসে।
অনন্ত কালেতে, রহে সে তাহার,
শীতল সুখ পরশে॥
চন্দন লেপন, কত কি করিনু
ক্ষণেক পরশে সুখ।
আমার নিত্য গোপাল স্পরশে
অনন্ত নবীন সুখ॥
দরশ শ্রবণ, প্রাণ পরশন,
বঁধুর নিতুই নব।

এক মুখে সই, সে নিত্য চাঁদের,
গুণ তোরে কত কব। ২৮॥

লালসা

যখন জানিনি সখি পীরিতি কেমন রে।
যখন জানিনি সখি এ নারী যৌবন রে॥
ধূলা খেলা ছাড়ি দিনু কিশোর বয়েস রে।
হেরিনু মানুষ এক কিশোর বয়েস রে॥
হাঁসিটী দেখিনু তার পরাণ কাড়িল রে।
ভাবি আর কাঁদি প্রাণ বিকল করিল রে॥
আমি ত জানিনা কেন এমনি হইনু রে।
এখন যে প্রাণে মরি সে মানুষ বিনু রে॥
কি না তার সে বা আঁখি চাহনি মধুর রে।
কি না সে মুখের ঘটা আমার বঁধুর রে॥
যত তার কথা ভাবি কিনারা পাই না রে।
এমন সোণার রূপ জগতে হেরি না রে॥
মানে না মানে না আর আমার পরাণ রে।
সাধ হয় তারে করি এ যৌবন দান রে॥
ত কত কয় তারে ভগবান রে।
আঁখিতে আমার লাগে মদনমোহন রে॥
যেই দিন হেরিয়াছি সে নিত্যগোপাল রে।
সে দিন হইতে আমি হোয়েছি পাগল রে॥

এ কথা ত বুঝাবার কহিবার নয় রে ॥
লাজ বাসি ভালবাসি তবু আমি তায় রে ॥
সকলি সহিতে পারি তারে যদি পাই রে।
কেউ যদি নিয়ে যায় তার কাছে যাই রে ॥
কেউ যদি বোলে দেয় কোথা তার ঘর রে।
তবে যাই দেখে আসি নাগর সুন্দর রে ॥
সাথে কেউ নাহি যায় আমি একা যাব রে।
তাহারে কেমনে হায় হায় আমি পাব রে ॥
দেব দেব মহাদেব পূজন করিব রে।
নিত্যের প্রেয়সী হব এ বর যাচিব রে ॥
কাত্যায়নী মহাদেবী যতনে পূজিব রে।
সে নিত্যগোপালে পতি করিয়া মাগিব রে ॥ ২৯ ॥

যদি পরাণ বঁধুরে পাই।
যতন করিয়া, মুখানি মুছায়া,
আঁচর পাতি বসাই।
সই কত সাধ মোর মনে।
রাখিব ধরিয়া, বঁধুরে আমার,
নয়নের কোণে কোণে ॥
তিল আধ তারে, নয়ন ছাড়ায়ে,
রাখিবারে নাহি চাই।
এমনি করিয়া, আমার নাগরে,
আমি সই যদি পাই ॥

শয়নে জাগরে বঁধুয়া হেরিব
কহিব বঁধুর কথা।
নিত্য নামের নিত্য প্রেমের
গাহিব মরমে গাথা॥
নিত্য নগরে ঘর বানাইয়া
বসতি করিব তায়।
নিত্যের মানুষ বিনে না হেরিব,
নিত্যের নামটী গায়॥
শুক শারি পুষি পাখীরে পড়াব,
নিত্য নিত্য নাম।
নিত্যগোপাল, নামটী লিখিয়া,
বিচিত্র করিব ধাম॥
নিত্য নামের নামাবলী করি,
অঙ্গের করিব বাস।
মরিয়া যাইতে, আমারি বঁধুর,
নামটী করিবে শ্বাস॥ ৩০॥

শয়নে স্বপনে পরাণ রতনে
হিয়ার মাঝারে পাই।
তবেত জীবন জনম যৌবন
সফল করিয়া কই॥

নিত্য মূরতি, নিত্য পীরিতি,
সদাই হিয়ায় জাগে।
ধরমের বাঁধ মরমের সাধ
ভাসে নিত্য অনুরাগে॥
থির নয়ানে, আকুল পরাণে,
নিত্যের বদন চাই।
মনের আনন্দে নিত্য প্রেমানন্দে,
আমি লো ভাসিয়া যাই॥
দরশ পরশে মনের হরষে
লালস বাড়য়ে দুনা।
নিত্যের পীরিতি নবীন আরতি,
এ কথা নহে ত শুনা॥
হিয়ার পিঞ্জরে সো হেন নাগরে
পাখিটী করিয়া পোষে।
সেই সে নাগরী গুণের আগরী
পরাণ ধনেরে তোষে॥
পীরিতি দাড়িম্ব ফলের মধুর
পানা সে করায় পান।
অধর কমল সুধার বিমল
সিঞ্চনে মজায় প্রাণ॥
নয়নে প্রহরী দিবা বিভাবরী
রাখে সে স্বভাবে সাধি।

প্রেমের শিকলি দিয়ে কুতূহলি
সে ধনী রাখয়ে বাঁধি॥
পীরিতির কথা নব নব গাথা
শিখায় যতন ক'রে।
এমনি প্রাণের পাখিটী সাধের
স্বভাবে সে বুলি ধরে॥
হৃদয় পিঞ্জরে সুমধুর স্বরে
সে প্রাণ পাখিটী গায়।
তখন নাগরী আপনা পাসরি
নাগরে মিশিয়া যায়॥
নিত্যালয়যোগ প্রেমের সম্ভোগ
চিতে যদি সাধ হয়।
নাগরী হইবে নাগর মিলিবে
হরিপদানন্দে কয়॥ ৩১॥

পূর্ব্বাহ্নে— ঐ

সখি কত মনে হয় সাধ।
মনে দুঃখ হয়, তাহে বড় ভয়,
কেবা সাধে তায় বাদ॥
আমার নিত্য- গোপালে যতনে,
বসায়ে আসন পরে।

সুবাসিত তেল অঙ্গেতে তাহার
মাজিব আপন করে॥
[illegible] বঁধু মোর পানে চেয়ে
কহিবে মধুর বাণী।
শ্রবণ জুড়াবে জীবন যৌবন
সফল করিয়া মানি॥
গাগরি ভরিয়া সুবাসিত জল
আনিয়া আদর করি।
সোনার অঙ্গে মনের রঙ্গে
ধীরে ধীরে দিব ডারি॥
বদন কমল কর পদতল
আপনি মাজিয়া দিব।
আমার বঁধুর সরব অঙ্গ
নিজ হাতে মুছাইব॥
এক এক করি কোমল বসনে
সব অঙ্গ মুছাইয়া।
মাথার চুলিতে বঁধুর চরণ
দিব সুখে মুছাইয়া॥
সোনার বরণ আহা সে কেমন
দেখিব নয়ন ভরি!
চিক্কন কোমল বসন আনিয়া
পরাব যতন করি॥

বসন পরায়ে করেতে ধরিয়ে
আপনি আনিব তারে।
পালঙ্ক উপরে বসাব আদরে
কোমল আসন পরে॥
চন্দন চূয়া কর্পূর দিয়া
অঙ্গেতে লেপিয়া দিব।
আপনার করে মালাটী গাঁথিয়া
বঁধুর গলায় দিব॥
ফাগুনের দিনে বীজন লইয়া
সুখেতে বীজন করি।
পিয়ারে আমার আসনে আনিয়া
বসাব হাতেতে ধরি॥
ভাল মিঠা ফল আপন করেতে
বানায়ে মনের মত।
মিঠা পানা আর মিষ্টান্ন প্রকার
দিব মনে সাধ যত॥
কাছেতে বসিয়া বচন কহিয়া
বীজন করিব সুখে।
পিয়া সে আমার মিঠা পানা ফল
তুলি দিবে চাঁদ মুখে॥
হাঁসিয়া হাঁসিয়া কথাটী কহিয়া
বলিবে বঁধু 'না আর'।

হাতখানি ধরি আপনি ধোয়াব,
মুছাব নিজে আবার॥
পালঙ্ক উপরে বিচিত্র শয়নে
শোয়াব বঁধুরে আনি।
সখীরে কহিব বীজন করিতে
আমি সেবি পা দুখানি॥
এমন সাধের নিত্যগোপালে
যতন করিবে কে ?
দেখ দেখ সখি, আমার সোনার
মানুষ ঘুমাল যে॥ ৩২॥

সন্ধ্যায়—

ফাগুনের দিন বড়ই প্রখর
খর বায়ু বোয়ে যায়।
ধীরে ধীরে ধীরে সাঁজের বেলায়
ধেনু ঘরে ফিরে যায়॥
সারাদিন পরে তাপ গেল দূরে
জুড়াল সকল প্রাণী।
আমার নাগরে নিত্যগোপালে
বিধি কি মিলাবে আনি॥

সাধ হয় সই এমনি দিনেতে
কুসুমের দল দিয়া।
রচিয়া শয়ন করিয়া যতন
শোয়াই আমার পিয়া॥
শীতল করিয়া বীজন লইয়া
পিয়ারে বীজন করি।
চন্দন চূয়া অঙ্গেতে লেপিয়া
পরাণ ভরিয়া হেরি॥
মিঠা পানা ফল সুবাসিত জল
বঁধুরে খাওয়াই সুখে।
হাতে ধরি দেই তুলি কুতুহলে
বঁধুর সে চাঁদ মুখে॥
আমার সাধের সোহাগের ধনে
পানের বিড়িটী দিব।
সে না মুখে দিয়া চাহিয়া চাহিয়া
আমি শুধু নেহারিব॥
হাঁসি মুখে কত পীরিতির কথা
কহিবে নাগর সে।
শুনিয়া আমার অঙ্গ অবশ
আমায় ধরিবে যে॥ ৩৩॥

শয়ন—

সখিরে আমার পিয়া সুখেতে ঘুমায়।
পালঙ্ক উপরে ঐ সোনার মানুষ সই
ফুলের শয়নে দেখ সুখে নিদ যায়॥
ধীরেতে বীজন কর শবদ সে না কর,
চন্দ্রমা উজোর নিশি হাঁসে কুঞ্জবন।
রাসরসে হোয়ে ভোর, আঁখি মুদে পিয়া মোর,
মুদিত কনকপদ্ম পিয়ার নয়ন॥
দেখনা দেখনা চেয়ে, আমার বঁধুর গায়ে,
সোনার রূপের ছটা উছলে কেমন।
ধীরে ধীরে শ্বাস পড়ে, হিয়াটী উঠিছে ভ'রে
অধরে লুকায়ে হাঁসি হাঁসিছে এখন॥
কভু দেখ মৃদু হাঁসি, আলো করে মুখশশী,
আমার বঁধুয়া সুখ স্বপনে বিভোর।
এ বৃন্দাবনের পাখী না করে শবদ সখি,
না ভাঙ্গে পিয়ার মোর এ সুখের ঘোর॥
আমি ত কেবল সখি, চেয়ে চাঁদ মুখ দেখি,
আজু এ সুখের নিশি আমি ঘুমাব না।
সোনার গোপাল মোর, আমার পরাণ চোর,
এমন করিয়া সুখে দেখিতে পাব না॥
সখি তার মুখ চাই, পোড়া লাজে মরে যাই,
তার হাঁসি দেখে পোড়া আঁখি কেন কাঁদে।

এখন পরাণ ভরি, পিয়ার ও মুখ হেরি,
কোন বিধি গড়েছিল ও বদন চাঁদে॥
অমিয়ার ধারা দিয়ে, সোনার বরণ নিয়ে,
ননীর পুতুলি এই কে সখি গড়িল।
নারীর বধিতে প্রাণ, বিধি কৈল নিরমাণ,
রমণী হরিণী লাগি বাগুরা রচিল॥
নিমেষ দরশ পাই, আপনা ভুলিয়া যাই
সেই পিয়া কুঞ্জে মোর আজুরে ঘুমায়।
চোখের নিদ্‌রে তুই আজিকার নিশি সই,
দয়া কোরে অভাগীরে নেওরে বিদায়॥
গগনেতে হাস শশী, বিলাও জোছনা রাশি,
নীরবে নিশীথে কুঞ্জ থাকুক এমনি।
শশী তুমি অস্তাচলে যেওনা যেওনা চলে
তুমি গেলে হবে ভোর সুখ নিশিথিনী॥
ঘুমাক্ আমার পিয়া, কাজ নাই পোহাইয়া
প্রেমের নিকুঞ্জে এই সুখের রজনী।
আমি পিয়া মুখ চাহি, নীরবে এমনি রহি,
আপনা ভুলিয়া সই জাগিব এমনি॥ ৩৪॥

কুঞ্জভঙ্গ—

নিশি হোল সখি ভোর।
পালঙ্কে ঘুমায় সোনার গোপাল
মদন আলসে ভোর॥

সুখেতে ঘুমাক্ আমার সে পিয়া
সুখে হেরি সখি তারে।
কুঞ্জের বিহগ বৃন্দার বনেতে
দেখ সে ঝঙ্কার করে।
আমার পিয়ার সুখের স্বপন
ভাঙ্গিবারে গান ধরে॥
শিখীকুল নাচে ডালে ডালে যায়
উড়িয়া বিহগ দল।
সবাই মিলিয়া দেখ ত করিছে
বিষম এ কোলাহল॥
ভাঙ্গে বুঝি ঘুম পিয়ার আমার
দেখ দেখ অঙ্গ নড়ে।
ঘন ঘন শ্বাস থির হোয়ে রয়
ক্ষণেক নাহিক পড়ে॥
দেখ দেখ সখি সোণার অঙ্গ
মোড়িছে কিবা মোহন।
আবার আলসে অঙ্গ থির হয়
মুদিত দুই নয়ন॥
বনের পাখীর কি আমি ক'রেছি
সবে মিলি শাখী শাখে।
বঁধুর নিদ্টী ভাঙ্গিবারে তারা
ফুকারি ফুকারি ডাকে॥

হরিণ হরিণী, ময়ূর ময়ূরী
তাদের একি রঙ্গ।
কাননে ধাইছে নিশা না পোহাতে
বঁধু নিদ্ করি ভঙ্গ॥
ক্ষণেকের তরে গগনে ডুবিয়া,
নিদয় তপন হায়।
অরুণে দিয়েছে, পূরবে পাঠায়ে,
গগনে উদিতে চায়॥
এমনি করিয়া, জানিনা সখিরে,
কেন যে যুকতি করি।
সবাই বঁধুর নিদ্‌টী ভাঙ্গিতে
আসিছে সাজনা করি॥
ধীরে ধীরে বহ মলয় মারুত
তুমি সখা মোর ভাল।
আহা কি মধুর উষার সমীরে
ঘুমায় নিত্যগোপাল॥
সুন্দর মুখের উপরে দুইটী
সুন্দর নয়ন হায়।
মুদিত কনক কমল কলিকা,
অপরূপ শোভা পায়॥
ধীরে ধীরে ধীরে অঙ্গ মোড়িছে
সখি ঐ দেখ চায়।

আমার সোণার নিত্যগোপাল
মোরে দেখি হাঁসি চায়॥
জাগিল আমার পরাণ বঁধুয়া,
কনক ভৃঙ্গার ভরে।
নে আয় সখিরে, সুবাসিত জল
মুখ প্রক্ষালন তরে॥
সকল সাজন করিয়া নে আয়,
বঁধুর সুখের লাগি।
ক্ষণেক ঘুমায়ে, আমার পিয়ার
নিশা গেল আজ জাগি॥ ৩৫॥

রতন পাইতে, যতন করিলে,
রতন মিলিতে পারে।
সাগর সেঁচিয়া, মাণিক তুলিয়া,
কেবা দেয় সখি পরে॥
অনেক সাধের বঁধুয়া আমার
হৃদয় মাঝারে রাখি।
আঁচরে ঢাকিয়া, যতন করিয়া,
দিবানিশি মুখ দেখি॥
কত সুখ তারে নয়নে নেহারি,
কহিবারে নারি সই।

পরশে তাহার সুধার সাগরে
আমি লো ডুবিয়া রই॥
সে যে নিত্যধন পরশ রতন
গৌরীমার দুলালিয়া।
মোর ভাগ্যে বিধি মিলাল সে নিধি
কত না সদয় হৈয়া॥
প্রাণের গোপালে সে নিত্যগোপালে
দেখাব না আর কারে॥
করিয়া যতন সে হেন রতন
করিব গলার হারে॥
সোহাগের কথা কহিব নীরবে
মিলায়ে এ আঁখি আঁখিতে।
প্রাণ বিকাইব, জীবন সঁপিব,
মিলিব বঁধুর সহিতে॥ ৩৬॥

রসোদ্গার—

আমার সাধের মালতী চারা।
যতন করিয়া রুইনু থুইনু
ঢালিনু জলের ধারা॥
আজ ফুটেছে এ মোর কুঞ্জে।
সেই মালতীর মধুর মধুর
কুসুম পুঞ্জে পুঞ্জে॥

দেখ দেখ সখি, ভ্রমর গুঞ্জরে,
উড়ি পড়ে দলে দলে।
এমন সাধের মালতী ফুলের
মালা দেই পিয়া (নিত্য) গলে ॥
আমার বঁধু সে এই না ফুলের
মালা বড় ভালবাসে ॥
আমিত রুইনু তারি তরে সই,
আমার নিকুঞ্জ বাসে ॥
পিয়ার গলায় মালতীর মালা
দোলায়ে দেখিরে সই।
দেখিতে দেখিতে আঁখি না পালটি
বিভোর হইয়ে রই ॥
হাতে ধরি পিয়া আমার গলায়,
আপন মালাটি দিবে।
আমার গলায় মালাটি পরিয়া
আদরে বুকেতে নিবে ॥
পবনের ভরে চাঁদিনীর রাতে
মালতীর কুঞ্জে মোর।
সুবাস ছুটিবে ভ্রমর গুঞ্জিবে,
মোরা হোয়ে রব ভোর ॥ ৩৭ ॥

কি ফুলে সাজাবি সই।
আমার নিত্য গোপাল অঙ্গেতে
কিবা ফুল বল দেই॥

যে বা অসুন্দর গহনা পরায়ে,
তাহারে সুন্দর করি।
অলপ সুন্দর হইলে তাহারে
অধিক সুন্দর করি॥
মালতী মালায় পিয়া ভালবাসে
তারি তরে দেই সই।
আমার গাঁথা এ মালা না পরিলে
পিয়া মনে সুখ নাই॥
পিয়ার গলেতে মালাটি দুলিলে
মালায় যে হয় শোভা।
সখিরে ফুলের জগৎ মাঝারে
অমন দেখিনি শোভা॥
আমারি করের পরশে চন্দন
পিয়া বড় ভালবাসে।
চন্দন পরিবে তাই মোর পিয়া
বসি থাকে মোর আশে॥
বঁধুর অঙ্গেতে চন্দন লেপনে
যেই না শোভাটি হয়।

জগৎ মাঝারে বঁধু না পরিলে
কি শোভা চন্দনে রয়॥
বসন ভূষণ যত কিছু সই
পিয়ার অঙ্গেতে লাগি।
উজল হইয়া দেখায় সুন্দর
বসনের বড় ভাগি।
সুন্দর করিয়া যে বা বাসে কহ
সেও ত সুন্দর নয়।
আমার বঁধুর অঙ্গের পরশ
তার যদি নাহি হয়॥
জগতের মাঝে যেবা কিছু আছে
বঁধু অঙ্গ ছটা মাখি।
সুন্দর মধুর হয়েছে সইরে
কত নারী আছে সাথি॥
কুরূপা কত যে আমার বঁধুর
দরশ পরশ পাইয়া।
সুরূপা হইল যে নারী না পেল
সে র'ল কুরূপা হৈয়া॥ ৩৮।

আমার আশার আকাশে তারা
নিত্যগোপাল প্রাণের গোপাল
আমার গলার হারা ॥
সই তার মত আর কে ?
অনেক শুনেছি, জগতে দেখেছি,
আঁখিতে লাগে না যে ॥
আমার মাথার মাণিক করিয়া
রাখিব যতন করি।
সিঁথার সিন্দূর করিয়া বঁধুরে
রাখিব সিঁথায় ধরি ॥
কানের কুণ্ডল করিয়া বঁধুরে
দুইটী কানেতে পরি।
নাসার নোলক করিয়া বঁধুরে
যতনে নাসায় পরি ॥
অঙ্গের ভূষণ করিয়া পরিব
বঁধুরে আমার সই।
অঙ্গের বসন বঁধুরে করিব,
বঁধুতে ঢাকিয়া রই ॥
অঙ্গের লেপন বঁধুরে করিব
লেপিব মনের সুখে।
মাদুলি করিয়া পরাণ বঁধুরে
রাখিব ধরিয়া বুকে ॥

আঁখির কাজর করিব বঁধুরে
করিব অধর রাগ।
আমার বঁধুর সনে মিশে রব
করিব না আর ভাগ॥
এমন নাগর ত্যজিয়া সখিরে
আর যে কি নিয়া রব।
বঁধুর সহিতে মিলিয়া যাইয়া
আমিও সে বঁধু হব॥ ৩৯॥

অভিসার।

হের বিজলি চমকাই।
প্রাণের গোপালে দরশনে আজি,
কেমনে যাইব সই॥
গভীরে গরজি ঘন।
হের সখি ঐ জলদের দল
করে ঘন বরিষণ॥
কড় কড় কড় হিয়া কাঁপি উঠে
শুনিয়া আকাশে ধ্বনি।
কেমনে যাইব না গেলে মরিব
দেখিবারে গুণমণি॥
চল সখি যাই বাহিরেতে যেই
ভাল সে জলের ধারা।

ঘরেতে বসিয়া মনের আগুনে
পুড়িয়া হইব সারা॥
মাথায় বজর পড়ে সে পড়ুক্
সেও মনে গণি সুখ।
মরিলে পিয়ার দেখা নাহি পাব
এই মনে বড় দুঃখ॥ ৪০॥

একি পাগলী হইলি তুই।
হেন বরষায় পথ চলি চলি
যাইতে নারিবি সই॥
ঝর ঝর জল ঝরে।
আকাশের মেঘে শবদ হ'তেছে
কড় কড় কড় কোরে॥
পথের মাঝারে সাপের ফণায়
চলিতে দিবি কি পা।
তোর এ বিষম ব্যাভার দেখিয়া
কাঁপিয়া উঠিছে গা॥
আঁধারে পথেতে জলেতে কাদায়
ভিজিয়া কেমনে যাবি।
যাইতে যাইতে শেষে বা কোথায়
পথটী তুই হারাবি॥

অত কথা তোর শুনে কাজ নেই
চলিনু যাবি ত আয়।
নিত্যের দরশে যে জন চলয়ে
আঁধারে সে পথ পায় ॥ ৪১ ॥

স্বপ্নবিলাস—

সখি, কি দেখিনু স্বপনেরি ঘোরে।
গৌর মানুষ সেই, পরাণ হরিল যেই,
মনের বেদন কই তোরে ॥
হাঁসি হাঁসি নাগর, ধরিল আমার কর,
লাজে মুই মরিনু তখন।
বসন ঝাঁপিতে মুখে, পিয়া মোর কত সুখে,
হাতে ধরি করিল চুম্বন ॥
পলাইতে পথ চাই, নাগর ধরিল যাই,
দু বাহু পসারি কোলে করি।
কত সুখ কারে কব, সে সুখ কি আর পাব,
স্বপন স্মরিলে প্রাণে মরি ॥
সে নিত্য নয়নমণি, আমার সে গুণমণি,
লুকাইল দেখায়ে স্বপনে।
আমার সে দিন হবে, এ স্বপন সত্য হবে,
বঁধুর পাইব পরশনে ॥ ৪২ ॥

সখি দেখনা নয়নে চেয়ে।
দেখিলি না হায়, সোনার গোপালে,
তুই কি আবাগী মেয়ে।
নয়ন পেয়েছ, যদি না দেখিলি,
নিত্যগোপাল ধনে।
ছাই মাটি দেখি বিফল করিলি
পোড়া ও দুটী নয়নে॥

যেই না মানুষ ব্রজের গোপিনী
অনিমিষে দেখে কত।
যেই না মানুষ ব্রজেতে হেরয়ে
পশু পাখী আছে যত॥

যারে না হেরিয়া তারা থাকে ম'রে
জীবন থাকিতে দেহে।
যারে না হেরিয়া কাঠের পুতুলি
গোপী থাকে তেন গেহে॥

যারে দেখিবারে স্বর্গের দেবতা
ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র আসে।
সেই নিত্যচাঁদ শোন্ ওলো দিদি
আইল মোদের পাশে॥

দেখিবিনা আজ ঝুরিয়া মরিবি
সে মানুষ চলে গেলে।

এমন রতনে পেয়ে সই মোর
হারাস্‌নে অবহেলে ॥
কত শত লোক হাকিম উমরা
তারে পরণাম করে।
কেহ কহে কালী কেহ কহে কৃষ্ণ
কেহ কহে এই হরে ॥
আঁখির চাহনি দেখেনা সইরে
তাই তারা হেন কহে।
হাঁসিটি দেখিয়া চাহনি হেরিয়া
বুঝিনু এ অন্য নহে ॥
যেই না গোপাল বৃন্দার বিপিনে,
গোপী ল'য়ে খেলা করে।
আজি সে উদয় হইল আসিয়ে
মানুষের রূপ ধরে ॥ ৪৩ ॥

পরাণের চোর সে।
তার পানে চেয়ে, জগৎ ভুলিয়ে,
হোয়ে থাকি ভোর যে ॥
মানুষে কি হেন হয়।
ব্রজের গোপাল, এ নিত্যগোপাল,
এই সখি সুনিশ্চয় ॥

যেই না ব্রজের গোঠেতে মাঠেতে
চরা'ত গোধন সাধে।
যেই না নাগর বাঁশীটী বাজাত
জয় রাধে শ্রীরাধে॥
যেই না সুন্দর মধুর হাঁসিয়া
গোপীর হরিত মন।
যেই না চতুর বসন ভূষণ
গোপীর করে হরণ॥
যেই শঠরাজ যমুনার পথে
আগুলিয়া পথ থাকে।
যেই না লম্পট বৃন্দার বিপিনে
যুবতী ধরিয়া রাখে॥
যেই না কপট মিঠা কথা কয়ে,
কেলি করি গোপী সঙ্গে।
যেই না নিঠুর মথুরা পালাল
করি দিল রাস ভঙ্গে॥
সেই সখি এই চোর শিরোমণি
দেখিয়া পরাণ কাঁপে।
কেন যে আমার ওলো প্রাণ সখি
অঙ্গ সদাই ঝাঁপে॥
যে দিন দেখেছি, সে দিন তখনি,
করিয়াছে চুরি চোর।

এ দেহে পরাণ মন যে আছিল,
কুলের গরব মোর॥
স্বভাব ত জানি তাই ভয় হয়
কবে যায় পালাইয়া।
তাই বলি সখি আয় আয় আয়
সে নাগর দেখসিয়া॥ ৪৪॥

সাধনে বল কে পায়?
এ নিত্যগোপালে, ব্রজের রাখালে,
ধরিয়া বাঁধা সে দায়॥
স্বভাব যে চুরি তার।
দেখ না বসন ভূষণ হরিল
তার এই ব্যবহার॥
ননী চুরি করে, ননী চোরা বলি,
যতেক রমণী ঘোষে।
পরের ঘরেতে, ফিরি করে চুরি,
আপন ঘরে না পোষে॥
ক্ষীর সর খায় চুরি করি নিতি
ধরিতে কেহ যে নারে।
ধরা নাহি দিলে আপনি যশোদা
গোপাল বাঁধিতে নারে॥

ভূভার হরণ কহে ভক্তজন
সেও এক তার চুরি।
রমণীর মন করিতে হরণ
বেড়ায় সদা সে ঘুরি॥
চোরের অগ্রণী চোর শিরোমণি
হৃদয়েতে সিঁদ কাটে।
জীবন যৌবন কুল শীল তার
সকলি সে চোর লুটে॥
চোর তারে কই যেই ধন নিয়ে
যায় চলি পালাইয়ে।
ধরিতে তাহারে বল কেবা পারে
আসে নিজে ধরা দিয়ে॥
সাধন করিয়া এ অসাধ্য ধনে
এ চোর ধরিবে কেবা।
প্রেমের শিকলি যে ধনী বাঁধিবে
চোরায় ধরিবে সে বা॥ ৪৫॥

সখি বঁধুরে দেখিয়ে যা।
এখনো মালিকা চন্দন পরায়ে
ঢাকিনি সোনার গা॥

আমার নিত্যগোপাল চাঁদে।
কি মেনে করিয়া দেখিলো সজনি
পুরে না মনের সাধে॥

অঙ্গ মাজিয়া সিনান করায়া
মুছেছি যতন কোরে।
দ্যাখ্ দ্যাখ্ সখি ননীর পুতুলি
সোনার বরণ ধরে॥

দেখত হাঁসিয়া আমারে রসিয়া
মালাটী পরিতে চায়।
এমন সোনার অঙ্গ ঢাকিয়া
পরাবি সই মালায়॥

ঝল মল করে বঁধুর বরণ
নিতুই নূতন সব।
যেই না অঙ্গে নয়ন লাগয়ে
ফিরাতে নারি যে লব॥

দেখ দেখ সখি সোনার মুখেতে
হাসির কেমন ছটা।
যুবতী জনের বধের লাগিয়া
বিধি এ কোরেছে ঘটা॥

বঁধুর লাগিয়া এ মালা চন্দন
আয় সখি পরাইবি।

মালার দোলন দেখিয়া তখন
ধৈরয হারাইবি ॥ ৪৬ ॥

সখি, নিত্য নয়ন তারা।
আমার অঙ্গের লাবণি নিত্য
আমার গলার হারা ॥
বসন ভূষণ মোর।
নিত্য আমার জাতি কুল মান,
নিত্যে রহি গো ভোর ॥
নিত্য জীবন, নিত্য যৌবন,
নিত্য মুখের হাঁসি।
নিত্য আমার হৃদয় গগনে
আলো করা পূর্ণ শশী ॥
নিত্য আমার সিঁথার সিন্দুর,
মাথার মাণিক মোর।
নিত্য আমার সুখেতে দুখেতে
আমার আঁখির লোর ॥
নিত্য বালিসে আলিস ত্যজিয়া,
নিত্য স্বপন দেখি।
নিত্য শয়নে অঙ্গ টালিয়া,
নিত্যে মিলিয়া থাকি ॥

নিত্যবাস পরি সকল অঙ্গ সে
নিত্য আমার ঢাকে।
নিত্য অঞ্চলে মুখানি ঢাকিতে
নিত্য নয়নে থাকে॥
নিত্য ভূষণ অঙ্গেতে পরিয়া
চাহিয়া আপনি দেখি।
সকল অঙ্গ নিত্য আমার
শোভা করে প্রাণ সখি॥
নিত্য বিনে আর সুখের শোভার
দেহে মনে প্রাণে নাই।
নিত্য নিত্য জপে আমার শোয়াস
তাই সে ফুরায় নাই॥ ৪৭॥
